Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নবীজির ﷺ দাম্পত্য জীবন

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মারিয়া শবনম মৌরী

রোলঃ 228020049

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নবীজির ﷺ দাম্পত্য জীবন

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মারিয়া শবনম মৌরী

রোলঃ 228020049

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " নবীজির ﷺ দাম্পত্য জীবন " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মারিয়া শবনম মৌরী, আইডিঃ 228020049 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ নবীজির ﷺ দাম্পত্য জীবন ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Maria Shabnam Mowry

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

মারিয়া শবনম মৌরী

আইডিঃ 228020049

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

স্ত্রীদের সাথে যেমন ছিলেন নবীজিﷺ

স্ত্রীদের সাথে নবীজি ﷺ সুন্দরতম ব্যবহার ও প্রকাশ করতেন। তাদের সাথে তাঁর আচরণ সকলের জন্য অনুসরণীয় ও আদর্শ দৃষ্টান্ত। নবীজি ﷺ জীবনী পাঠে আমরা জানতে পারি, তিনি তাঁর স্ত্রীদের প্রতি খুবই দয়ালু ও সহনশীল ছিলেন। তারা তাঁকে নানাভাবে জীবন যাপনে সহযোগিতা করেছেন। এমনকি নবীজি ﷺ একবার আয়িশাহ (র.) এর ঘরে অবস্থানকালে অন্য স্ত্রী খাবার পাঠালে আয়িশাহ (র.) অন্য স্ত্রীর পাঠানো খাবার পাত্র ভেঙ্গে ফেলেন। এর কারণ ছিল ঈর্ষাপরায়ণতা। কারণ নবীজি ﷺ স্ত্রীদের মাঝে সময় ও জীবনযাপন বন্টনে ন্যায়সঙ্গত ছিলেন। কিন্তু তারা তাঁকে বেশি ভালোবাসতেন।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, তাঁর সাথে আলোচনা করতে আমার কাছে থেকে পুরুষদের আগমন বেশি ভালো লাগত না। কারণ আপনারা যখন কোনো বিষয়ে আল্লাহর রাসুল ﷺ এর কাছে প্রশ্ন করতেন, তখন আপনারা সরাসরি প্রশ্ন করতেন।

নবীজি ﷺ সবসময় ন্যায়সঙ্গত আচরণের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতেন। তিনি স্ত্রীদেরকে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভরণপোষণ দিতেন এবং তাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরণে খেয়াল রাখতেন। তিনি বিভিন্নজনের সাথে পরামর্শ করতেন, কিন্তু স্ত্রীদের কোনো কষ্ট না দিয়ে তাদের ইচ্ছাকেও গুরুত্ব দিতেন। তিনি যেমন স্ত্রীদেরকে স্বাধীনভাবে তাদের মতামত ও ভালোলাগা প্রকাশ করতে দিতেন, তেমনি একইসাথে বাইরে যাওয়ার ক্ষেত্রে শালীনতা বজায় রাখার বিষয়েও পরামর্শ দিতেন। দাসীদের প্রতিও তিনি সদয় ব্যবহার করতেন এবং তাদের কোনো প্রকার কষ্ট না দিয়ে সাধ্যের বাইরে কাজ চাপিয়ে দিতেন না।

এভাবে উভয় পক্ষের ওপর শান্তির সুবাতাস বইয়ে যেত এবং এতে করে উভয় পক্ষের সুখী ও শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনের পথ আরও সুগম হতো।

অনেক সময় এমনও হত, অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও কোনো কোনো পক্ষকে রাযী-খুশি হিসেবে জীবনযাপন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে কোনো পক্ষ যদি একে অপরের প্রতি অসন্তুষ্ট বা তিক্ত-বিরক্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে দূরে চলে যেতেও আগ্রহ দেখাতো, সেক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী - এক্ষেত্রেও ইসলাম উভয়পক্ষের প্রতি সহানুভূতিশীল। শরীয়া আইনের কতগুলো সুস্পষ্ট সম্পর্কচ্ছেদের ব্যাখ্যা রয়েছে এবং আল্লাহর রাসূল ﷺ এর সুস্পষ্ট বাণীর মাধ্যমে এর সমাধানও রয়েছে, যেন কোনো পক্ষই অন্যায়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলা আমাদের আদর্শ হিসেবে নবীজি ﷺ এর পদস্খলন অনুভব করার জন্য নিষেধ করেছেন। আল্লাহ বলেন, "তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতের

প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলের অনুসরণের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।" (আল কুরআন, ৩৩ : ২১)

মুসলিম হিসেবে তাই (তাঁর অনুসরণ অনুযায়ী) নবীজিকে ﷺ অনুসরণ করতে হবে। এজন্য তিনি ﷺ কীভাবে জীবন যাপন করতেন, প্রকৃত স্বামী, প্রকৃত শাসক বা একজন প্রকৃত নেতা হিসেবে নবীজি ﷺ-এর জীবনকে জানতে হবে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি ﷺ অনুকরণীয় সুমহান আদর্শ।

স্ত্রীদের সাথে নবীজির ﷺ আচরণ এতটাই মাধুর্যপূর্ণ ও হৃদয়স্পর্শী ছিল যে প্রতিটি স্বামী তাঁর ঘর শান্তিময় নীড়ে রূপান্তরিত করতে পারবেন। এভাবে প্রতিটি ঘর যদি আলোকিত হয়, তা পুরো সমাজ আলোকিত হবে।

বক্ষমাণ প্রবন্ধে সুলতানুল মুরসালিন হাবীবুল্লাহর ﷺ বৈবাহিক জীবন এবং তিনি তাঁর স্ত্রীদের সাথে কীভাবে আচরণ করতেন, তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

নবীজি ﷺ এর স্ত্রীগণ

নবীজির এগারোজন স্ত্রী ছিলেন-খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ, আয়িশা বিনতে আবু বাকর, হাফসা বিনতে উমার, সাওদা বিনতে যামআ আল-আমিরিয়্যাহ, যায়নাব বিনতে জাহশ ল-আসাদিয়্যা, যায়নাব বিনতে খুযায়মা আল-হিলালিয়্যা, উম্মে সালামা হিন্দ বিনতে আবু উমাইয়া আল-মাখযুমিয়্যা, উম্মে হাবীবা রামলা বিনতে আবু সুফিয়ান আল-আমাউইয়্যা, মায়মুনা বিনতে আল-হারিস আল-হিলালিয়্যা, জুওয়াইরিয়্যা বিনতে আল-হারিস আল-মুস্তালিকিয়্যা এবং সাফিয়্যা বিনতে হুওয়াই আন-নাযিরিয়্যা রাযি.।

তাঁর মৃত্যুকালে নয়জন স্ত্রীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ তাঁর আগেই মারা যান। নবীজি তাঁর স্ত্রীদের সাথে সুখী জীবন কাটিয়েছেন, যা আল্লাহর বাণীতে উঠে এসেছে-"তাদের সাথে দয়ার্দ্র জীবন যাপন করো।" (আল কুরআন, ৪:১৯) 'দয়া' এখানে একটি ব্যাপকার্থক শব্দ, এর মাঝে সব কথা ও মহান আচরণ অন্তর্ভুক্ত। নবীজি স্ত্রীদের সাথে ব্যবহারে সবার মাঝে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। আর কেনই বা তা হবে না! তিনি নিজেই বলেছেন-"তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম সে-ই, যে তার স্ত্রীর সাথে ব্যবহারে সর্বোত্তম। নিশ্চয়ই আমি আমার স্ত্রীদের সাথে আচরণে সর্বোত্তম।" [তিরমিযী (৩৮৯৫)]

নবীজি স্ত্রীদের সাথে আচরণে মহান-হৃদয় ছিলেন-তাঁর জীবনীতে এর প্রচুর প্রমাণ দেখা যায়। আজ মানুষ যদি তাঁর পথ অনুসরণ করে তাঁর মতো স্ত্রীদের সাথে আচরণ করত, তা হলে অনেক বৈবাহিক সমস্যারই সমাধান হয়ে যেত।

বর্তমানে বৈবাহিক সমস্যার কারণে বিবাহবিচ্ছেদের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। এর সমাধানের লক্ষ্যে আমরা আল্লাহর নবীজির বৈবাহিক জীবনের দিকে তাকাব এবং দেখব কীভাবে তিনি স্ত্রীদের সাথে মধুর আনন্দদায়ক জীবন কাটিয়েছেন। কীভাবে তিনি তাঁর স্ত্রীদের সঙ্গে আচরণ করতেন? কীভাবে নবীজি এর তাদের ভুল উপেক্ষা করতেন? আমরাও তাঁর পথ অনুসরণ করে সেভাবেই আচরণ করব-কেননা তিনি অনুসরণীয় শ্রেষ্ঠ আদর্শ।

নবীজি ﷺ ও তাঁর স্ত্রীদের দৈনন্দিন জীবন

ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, "আল্লাহর রাসূল ফজরের সালাত শেষে তাঁর জায়গায় বসে থাকতেন এবং সূর্য ওঠা পর্যন্ত লোকেরা তাকে ঘিরে থাকত। (সূর্য উঠলে) তিনি তাঁর স্ত্রীদের কাছে একে একে গিয়ে সালাম দিয়ে দুআ করতেন। এরপর তিনি, সে-দিন যে স্ত্রীর ঘরে থাকার পালা থাকত, তার ঘরে গিয়ে থাকতেন।"[আল-মুজাম আল-আওসাতে (৫২১৬) তাবারানী]

খেয়াল করে দেখুন, তিনি প্রতিদিন সকালে এমনটা করতেন এবং সকালে এটিই থাকত তাঁর প্রথম কাজ। তাঁর স্ত্রীগণ তাঁকে সব সময় কাছেই পেতেন, প্রতিদিনই তাঁর দেখা পেতেন তারা। এর সাথে তুলনা করুন তাদের, যারা দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, অনেকে তো মাসের পর মাস স্ত্রীদের সাথে দেখা করে না। কিছু মানুষ প্রতিদিন তার বন্ধুদের সাথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাত পর্যন্ত সময় কাটায়; এরপর যখন সে ঘরে ফেরে, তখন তার পরিবারের সবাই হয়তো ঘুমিয়ে গিয়েছে; সেও ক্লান্ত অবস্থায় বিছানায় ঘুমিয়ে পড়ে। কল্পনা করুন, তো কেমন হবে তার স্ত্রীর সাথে তার সম্পর্ক?

প্রচুর ব্যস্ততা সত্ত্বেও স্ত্রীদের সময় দিতেন

এক রাতে আয়িশা রাযি. নবীজিকে উম্মে জারের গল্প বলছিলেন। একবার এগারোজন নারী একসাথে জড়ো হয়ে কোনো গোপনীয়তা ছাড়াই নিজ নিজ স্বামীর ব্যাপারে বলবে বলে শপথ নিল। তারপর প্রত্যেকেই তার স্বামী সম্পর্কে বলল। উম্মে
জার তার স্বামীর অনুগ্রহ ও ভালোবাসার বর্ণনা দেওয়ার পর দেখা গেল, তদের মধ্যে তার স্বামীই সর্বোত্তম ছিল। আয়িশা রাযি. বলেন, "আল্লাহর রাসূল আমাকে বললেন, 'আমি তোমার কাছে তেমন, যেমনটা ছিল আবু জার উম্মে জারের কাছে।".
[বুখারী (৫১৮৯) ও মুসলিম (২৪৪৮)]

একজন স্বামীকে অবশ্যই তার স্ত্রীর জন্য সময় বের করে তার কাছে বসে তার কথা শোনা উচিত, গল্প করা উচিত। অনেক স্ত্রী অভিযোগ করে তাদের স্বামী সারাদিন কর্মক্ষেত্রে থাকে এবং তারা বাড়ি ফিরে এসে হয় টিভি দেখতে বসে যায়, নাহয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ইন্টারনেটে ব্যস্ত থাকে। আর তার স্ত্রী চেয়ে থাকে কখন সে একটু তার দিকে মনোযোগ দেবে। কিন্তু দেখা যায়, স্বামী কাজ শেষ করে ক্লান্ত হয়ে পড়ায় কথা বলার কোনো আগ্রহই তার মধ্যে থাকে না। একসময় মরা মানুষের মতো ঘুমিয়ে পড়ে। অনেকে তো টিভি দেখতে দেখতে রিমোট কন্ট্রোল হাতেই ঘুমিয়ে যায়। এসব আচরণের কারণে বেচারা স্ত্রী নিজেকে অবহেলিত মনে করতে থাকে।

অনেক ব্যবসায়ী বাড়িতে ফিরে এসেও ব্যবসার কাগজে ডুবে থাকে, যেন অফিসের প্রথম শিফট শেষ করে এসে বাসায় দ্বিতীয় শিফট শুরু করেছে। আর ওদিকে তার স্ত্রী তার সামান্য মনোযোগ পাবার আশায় ব্যাকুল হয়ে বসে থাকে। বর্তমানে স্বামীদের জন্য যোগাযোগের আধুনিক মাধ্যমগুলো স্ত্রীর সাথে সব সময় যোগাযোগ রাখার পথ সুগম করে দিয়েছে। চাইলেই সে এসএমএস বার্তা পাঠাতে পারে বা কল দিয়ে কথা বলে খোঁজখবর নিতে পারে। এতে এক মিনিটেরও বেশি সময় লাগে না, কিন্তু এটাই স্ত্রীর কাছে অনেক কিছু।

ভ্রমণের সময় স্ত্রীর সাথে গল্প করতেন

আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, "নবীজি কোনো যাত্রায় বের হওয়ার আগে স্ত্রীর মাঝে লটারি করতেন। একবার লটারিতে আমার ও হাফসার নাম এল। আমরা দুজনে তাঁর সাথে বের

হলাম। নবীজি (উটের পিঠে) সারা দিন ভ্রমণে থাকতেন আর রাত হলে আমার সাথে হাঁটতেন আর গল্প করতেন।"[বুখারী (৫২১১) ও মুসলিম (২৪৪৫)]

স্ত্রীদের অধিকার রক্ষায় ছিলেন তৎপর

আল্লাহর রাসূল খাদিজার রাযি. জীবদ্দশায় ও তার মৃত্যুর পর অনেক প্রশংসা করতেন; এমনকি সব স্ত্রীর মধ্যে তারই সবচেয়ে বেশি প্রশংসা করতেন। তিনি অনেক আগ্রহ নিয়ে তার গুণগুলোর কথা বলতেন, হৃদয়ে তার স্থানের কথা জানাতেন। মৃত্যুর পরও তাঁর হৃদয়ের সিংহাসন জুড়ে ছিলেন খাদিজা রাযি.।

আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, "রাসুলুল্লাহ এর স্ত্রীদের ব্যাপারে আমার মনে কখনো ঈর্ষা জাগেনি, কেবল খাদিজা রাযি. ছাড়া-যেখানে কিনা তাকে আমি কখনো দেখিইনি! যখনই আল্লাহর রাসূল কোনো ভেড়া জবাই করতেন, তিনি বলতেন, "এটি খাদিজার বান্ধবীদের কাছে পাঠাও।" একদিন আমি তাঁকে বললাম, "আপনার মনে খাদিজার গুরুত্বই সবচেয়ে বেশি।" এ-কথা শুনে নবীজি প্রশংসা করে বললেন, 'সে তো এমন এমন ধরনের ছিল এবং সে তো আমার সন্তানদের মা।"[বুখারী (৩৮১৮) ও মুসলিম (২৪৩৫)।]

ইবনে হাজর রাহ, বলেন, "আল্লাহর রাসূল কখনো তার প্রশংসা করতে ভুলতেন না, এমনকি তার মৃত্যুর পরেও প্রশংসা বন্ধ করেননি; বরং নবীজি তার মৃত্যুর পরও তার কথা মনে করতেন, তার প্রশংসা ও ভালো গুণগুলো বর্ণনা করতেন। তিনি কত বিদুষী ও প্রজ্ঞাবতী ছিলেন, সে কথা বলতেন। মারিয়ামের পুত্র ইবরাহীম ছাড়া আল্লাহর রাসূলের সব সন্তানের মা ছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন তার দুই ছেলে ও চার মেয়ের মা; তারা হলেন:- কাশিম, আব্দুল্লাহ, যায়নাব, রুকাইয়্যা, উম্মে কুলসুম এবং ফাতিমা।"[ফাতহুল বারী ১৩৭/৭]

ইবাদতে সময় দেওয়ার পাশাপাশি স্ত্রীদের সময় দিতেন

আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, "নবীজি (ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত) সালাত পড়তেন। এরপর আমি জেগে থাকলে আমার সাথে কথা বলতেন। নাহলে জামাআতের সময় হওয়া পর্যন্ত শুয়ে থাকতেন।"
[বুখারী (১১৬১)।]

খাদিজা (র.) এর নাম নেওয়ার সময় প্রশংসা করতেন ও খুশি হতেন

আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, "যখনই আল্লাহর রাসূল ও খাদিজার রাযি. নাম উল্লেখ করতেন, তার প্রশংসা করতেন। তার প্রশংসা করা এবং আল্লাহর কাছে দুআ করার ব্যাপারে কখনোই তিনি যেন ক্লান্ত হতেন না।"[তাবারানী (৩১১/১)।]

বর্তমান যুগে মানুষের বৈবাহিক অবস্থাগুলো আসলেই অবাক করার মতো। আজকাল যখন কোনো ব্যক্তি তার প্রথম স্ত্রী মৃত্যুর পর নতুন স্ত্রীকে বিয়ে করে-বিয়ের আসরেই দেখা যায়, সে দ্বিতীয় স্ত্রীর প্রশংসা করছে আর প্রথম স্ত্রীর ভুলগুলো আলোচনা করছে। আরেকদিকে দেখা যায়, তালাকের পর স্ত্রীর দোষগুলো স্বামী বলে বেড়াচ্ছে আর এর সাথে সেগুলোর ব্যাপারে সে কতটা ধৈর্যশীল ছিল, বর্ণনা করতে থাকে। কিছু কিছু মানুষ তো এমন থাকে, যত ভালোই হোক না কেন, স্ত্রীর কোনো ভালো গুণের কথা কারও কাছেই বলে না।

আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, "একবার খাদিজার বোন হালা বিনতে খুওয়াইলিদ আল্লাহর রাসূলের ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলেন। তার গলার স্বর খাদিজার কণ্ঠের অনুরূপ ছিল। এতে রাসূলর খাদিজার রাযি. কথা মনে পড়ল। তিনি খুশিতে বলে উঠলেন, 'হে আল্লাহ, এটা যেন হালা (খাদিজার বোন) হয়!' আমি ঈর্ষা অনুভব করলাম; বললাম, 'আপনি কুরাইশের সেই বৃদ্ধা মহিলার কথা এখনো বলেন, যার কিনা দাঁত পড়ে গিয়েছিল (বৃদ্ধ বয়সে কারণে); অনেক আগেই যে কিনা মারা গিয়েছে আর আল্লাহ আপনার জন্য উত্তম আরেকজন দিয়ে তাকে প্রতিস্থাপন করেছেন।' তাঁর মুখের অভিব্যক্তি অন্ধাকারচ্ছন্ন হয়ে উঠল, যা আমি তাঁর মধ্যে কেবলমাত্র আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হলে দেখতে পেতাম (পূর্ববর্তী জাতিগুলোর মতো আযাবের ভয়ে) কিংবা তাঁর ওপর যখন ওহী আসত। তিনি বললেন, 'আল্লাহ আমাকে তার চেয়ে উত্তম কাউকে দিয়ে প্রতিস্থাপন করেননি। সে আমার ওপর বিশ্বাস করেছিল, যখন লোকেরা আমাকে অবিশ্বাস করত। সে আমাকে তার সম্পদ দিয়ে শক্তি যুগিয়েছিল, যখন লোকেরা আমাকে পরিত্যাগ করেছিল। তার মাধ্যমেই আল্লাহ আমাকে সন্তান দিয়েছেন।' এ-কথা শুনে আয়িশা রাযি. তাঁকে বললেন, 'যিনি আপনাকে সত্য বাণীসহ পাঠিয়েছেন, আমি তাঁর কসম করে বলছি, আজকের পর আমি তার প্রশংসা ছাড়া আর কোনো কথা বলব না।" [আহমাদ (২৪৩৪৩) এবং আত-তাবারানী (১৪/২৩)]

ইবনে হাজর বলেন, "এ-হাদীস প্রমাণ করে যে, যখন কেউ কাউকে ভালোবাসে, তখন সে সে-সব বিষয়কেও ভালোবাসে, যা মাশুক (প্রেমাস্পদ) ভালোবাসে। মাশুকের সাথে সম্পর্কিত, এমনকি তার সাথে চেহারায় মিল আছে, এমন ব্যক্তিদেরকেও সে ভালোবাসে।" [ফাতহুল বারী (১৪০/৭)]

স্ত্রীদের সাথে উদার আচরণ করতেন

আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, "নবীজি আমার ঘরে ছিলেন এমন একদিন এক বয়স্ক ভদ্রমহিলা তাঁর কাছে এল। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কে?' জবাব দিল, "আমি জাশশামা আল-মুযানিয়্যা।' তিনি বললেন, "বরং আপনি তো হুসসানা। কেমন আছেন? আপনার সম্প্রদায়ের লোকেরা কেমন আছে? আপনি কী করছেন এখন? আপনাকে শেষবার দেখার পর আপনার দিনকাল কেমন কেটেছে?' সে চলে গেলে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'হে আল্লাহর রাসূল, আপনি তার সাথে এত বন্ধুত্বপূর্ণ ও দয়ালু ব্যবহার করলেন কেন?' নবীজি জবাব দিলেন, "আয়িশা, খাদিজা বেঁচে থাকতে সে আমাদের বাসায় আসত। আর পুরনো বন্ধুদের প্রতি দয়ার্দ্র আচরণ করা তো ভালো ঈমানের লক্ষণ।" [হাকিম নাসাঈ (১৭/১)]

লক্ষণীয় যে, এই মহিলা বৃদ্ধা ছিলেন, কিন্তু তারপরও নবীজি তার নাম পরিবর্তন করে একটি সুন্দর নাম দলেন। জাশশামা অর্থ অলস ব্যক্তি-যে পরিশ্রম করতে চায় না, আর হুসসানাহ অর্থ মঙ্গল ও সৌন্দর্য। এভাবে মানুষের মন্দ নামগুলোকে বদলে নবীজি সুন্দর নাম দিতেন।

মানুষের প্রতি বিশ্বস্ত ও দয়ালু আচরণ করা ভালো ঈমানের লক্ষণ। নবীজি এ-বৃদ্ধাকে স্বাগত জানালেন, দয়ার সাথে খাতির করলেন। এটি ছিল তার বিগতা স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসার চিহ্ন- যিনি দুঃসময়ে তাঁর পাশে ছিলেন এবং সাহস জুগিয়েছিলেন।

বর্তমানে এমন অনেক পুরুষ আছে, যারা তাদের স্ত্রীদের প্রতি কৃতজ্ঞ নয়- যেখানে তাদের স্ত্রী কঠিন সময়ে তাদের পাশে থেকে সাহায্য করে এবং ধৈর্যের সাথে তাদের প্রতিষ্ঠা-লাভে এগিয়ে আসে। নবীজি এং তাঁর স্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন এবং এর যথার্থ প্রতিফলন দেখিয়েছেন তাঁর আচরণে।

ভালোবাসা প্রকাশে কুণ্ঠাবোধ করতেন না

আল্লাহর রাসূল (স.) খাদিজা রাযি. সম্পর্কে বলেন, "তার প্রতি ভালোবাসা আল্লাহ নিজেই আমার হৃদয়ে গেঁথে দিয়েছেন।" [মুসলিম (২৪৩৫)]

নববী রাহ, বলেন, "এ-হাদীস এটিই ইঙ্গিত করে আল্লাহর এ-অনুমোদন খাদিজার (নবীজির প্রতি) ভালোবাসাপূর্ণ আচরণের কারণেই সম্ভব হয়েছে।"[মুসলিম (২০১/১৫) গ্রন্থের ব্যাখ্যা, নববী (রাহ.)]

আয়িশার জন্য আল্লাহর রাসূলের ভালোবাসা অনেক সুস্পষ্ট ও সুবিদিত ছিল। নবীজি কাউকে তার মতো ভালোবাসেননি এবং কেবল তাকেই তিনি কুমারী হিসাবে বিয়ে করেছিলেন। আল্লাহর রাসূল তার জন্য তার ভালোবাসা কখনোই লুকাতেন না।

আমর ইবনে আল-আস রাযি. আল্লাহর রাসূলকে জিজ্ঞাস করলেন, ""মানুষের মধ্যে কে আপনার সবচেয়ে প্রিয়?' নবীজি বললেন, 'আয়িশা।' তিনি (আমর) তখন জিজ্ঞেস করলেন, 'পুরুষদের মধ্যে কে?' তিনি বললেন, 'তার বাবা।" [বুখারী (৩৬৬২) ও মুসলিম (২৩৮৪)]

নবীজির সুন্নাতের বাইরে গিয়ে অনেক ব্যক্তি স্ত্রীর প্রতি বছরের পর বছর ভালোবাসার কথা জানায় না। অনেকে তো স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসার প্রকাশকে বেমানান ও অপুরুষোচিত মনে করে। স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা ব্যক্ত করা এমন এক কাজ, যার মাধ্যমে বৈবাহিক সম্পর্ক মমতাপূর্ণ ও শক্তিশালী হয় এবং সুখী পারিবারিক জীবন লাভ করা সম্ভব হয়। স্বামী স্ত্রীকে ভালোবাসায় সিক্ত রাখবে এবং মাঝে মাঝেই তাঁকে ভালোবাসার কথা জানাবে-এমনটি মেয়েরা খুব পছন্দ করে। দুর্ভাগ্যবশত কিছু নারী কেবলমাত্র মিষ্টি মিষ্টি কথার কারণেই অনৈতিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে, যা তারা কখনোই তাদের স্বামীর কাছ থেকে পায় না।

বাসা থেকে বের হওয়ার সময় স্ত্রীদের চুমু দিতেন

উরওয়া রাযি. তার খালা আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, "আয়িশা রাযি. বলেন, 'নবীজি তাঁর স্ত্রীদের চুমো দিয়ে উযু না করেই জামাআতের সাথে সালাতের জন্য বেরিয়ে যেতেন।'

আমি বললাম, 'এটি নিশ্চয়ই আপনার ক্ষেত্রে হতো।' তিনি শুনে হেসে উঠলেন।” [তিরমিযী (৭৯), আবু দাউদ (১৭৮), নাসাঈ (১৭০) ও ইবনে মাজাহ (৫০২)]

নবীজি সাওম রেখেও তাঁর স্ত্রীদের চুমো দিতেন।

[উত্তেজনা ব্যতিরেক নিজ স্ত্রীকে সিয়ামরত অবস্থায় চুমু দেয়া জায়িজ। এতে সিয়ামের কোন সমস্যা হয় না।

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন-

يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ، وكان املككم الإربه

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সিয়ামরত অবস্থায় চুমু খেতেন এবং সিয়ামরত অবস্থায় আলিঙ্গন করতেন। তবে নিজ আবেগ উত্তেজনার উপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ ছিল তোমাদের সকলের চেয়ে বেশি। [বুখারী-১৯২৭]

তবে যুবকদের এটা থেকে নিরাপদ থাকাই শ্রেয়।

কেননা হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

أن رجلا سأل النبي ﷺ عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فسأله فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ

والذي نهاه شاب

অর্থাৎ জনৈক ব্যক্তি নবী কে সিয়ামরত অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বনের ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি অনুমতি দেন। ইত্যবসরে অপর একজন এরূপ প্রশ্ন করলে তাকে নিষেধ করেন। তখন আমরা দেখলাম যে, যাকে অনুমতি দিলেন

তিনি ছিলেন বৃদ্ধ আর যাকে নিষেধ করেন তিনি ছিলেন যুবক। [আবু দাউদ-২৩৮৭]

অনেক মুহাক্কিক উলামায়ে কিরাম বলেন, মূলত এখানে বয়সের চেয়ে কারো উত্তেজিত হওয়ার সম্ভাব্যতা দেখে হুকুম নির্ধারণ হবে। সাধারণত বৃদ্ধ লোকের উত্তেজিত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকায় তাকে অনুমতি দেয়া হয়েছে আর যুবককে নিষেধ করা হয়েছে; যেহেতু যুবকদের শারীরিক উত্তেজনা প্রবল থাকে। তবে কেউ যদি নিজের উপর নিয়ন্ত্রণের ব্যপারে আত্মবিশ্বাস রাখে তবে তার জন্য জায়েজ। সম্পাদক]

আয়িশা রাযি. বলেন, "নবীজি সাওম রেখে তাঁর স্ত্রীদের চুমো দিতেন এবং আলিঙ্গন করতেন। আর তোমাদের মধ্যে প্রবৃত্তির উপর সবচেয়ে বেশি নিয়ন্ত্রণ তাঁরই ছিল।"[বুখারী (১৯২৭) ও মুসলিম (১১০৬)]

আয়িশাহ (র.) এর পানকৃত স্থানে ঠোঁট লাগিয়ে পান করতেন

আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, "ঋতুবতী অবস্থায় আমি পান করে (পাত্রটি) নবীজির হাতে দিলে আমি যেখানে মুখ লাগাতাম, তিনি পাত্রের সে-জায়গাতেই মুখ লাগিয়ে পান করতেন। আমি কোনো হাড় থেকে মাংস খেলে তিনি হাড়ের সেখানেই মুখ লাগিয়ে খেতেন, যেখানে আমি খেয়েছি।" [মুসলিম (৩০০)]

আলি আল-কারী রাহ. বলেন, "আয়িশার রাযি. প্রতি ভালোবাসা দেখানোর জন্য তিনি তার প্রতিটি পদচিহ্ন অনুসরণ করতেন।"[মিরকাত আল-মাফাতীহ (৪৮৭/২)]

এটি বলার অপেক্ষা রাখে না, রাসূলের এই সুন্নাত অনুসরণ করলে স্ত্রী স্বামীকে ভালোবাসতে বাধ্য।

আয়িশাহ (র.) এর উরুতে মাথা দিয়ে ঘুমাতেন

আয়িশা রাযি. বলেন, "আমরা একবার নবীজি সঙ্গে সফরে বের হয়েছিলাম। সে-বার আমার গলার হার ভেঙে (হারিয়ে) গেল। আল্লাহর রাসূল অন্য লোকদের সঙ্গে নিয়ে খুঁজলেন। সে-স্থানে কোনো জলাধার ছিল না, আবার লোকদের কাছে কোনো পানিও ছিল না। আবু বাকর রাযি. এসে আমাকে বকতে লাগতেন। তখন আল্লাহর রাসূল আমার উরুতে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছিলেন। আবু বাকর আমাকে বকতে বকতে পাশ বরাবর ঝাঁকাতে লাগলেন। আমার

তখন কিছু করার ছিল না, কারণ, নবীজি আমার উরুর উপর ঘুমিয়ে ছিলেন।" [বুখারী (৪৬০৭) ও মুসলিম (৫৫০)]

আয়িশা রাযি. আরও বলেন, "ঋতুবতী অবস্থায় আমার উরুর ওপর নবীজি মাথা রেখে ঘুমাতেন। তারপর ঘুম থেকে উঠে তিনি কুরআন তিলাওয়াত করতেন।" [বুখারী (৩৬৭২) ও মুসলিম (২৬৭)]
এই রেওয়ায়েত নবীজির উন্নত চরিত্র ও আখলাকের প্রতিফলন। এ থেকে আমরা আরও শিক্ষা পাই, মাসিক অবস্থায় স্ত্রীকে স্পর্শ করা, তার সাথে বসা ও খাওয়াদাওয়া করা থেকে বিরত থাকা অনুচিত।

একই চাদরের নিচে ঘুমাতেন

নবীজির আরেক স্ত্রী উম্মে সালামা থেকে বর্ণিত, “একবার এক পশমি চাদরের নিচে আমি নবীজির সঙ্গে শুয়ে ছিলাম; সে-অবস্থায় আমার মাসিক শুরু হলো। চাদর থেকে আস্তে করে বের হয়ে আমার মাসিকের কাপড় পরলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কি ঋতুস্রাব হয়েছে?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ।' তিনি আমাকে ডাকলেন, আমি আবার চাদরের ভেতর শুয়ে পড়লাম।” [বুখারী (২৯৮) ও মুসলিম (২৯৬)।]

নববী রাহ. বলেন, "সম্ভবত তিনি আশঙ্কা করছিলেন মাসিকের রক্ত হয়তো নবীজির গায়ে লেগে যাবে, তাই আস্তে করে বের হয়ে গিয়েছিলেন। এটিও হতে পারে যে, তিনি রক্ত আসায় বিরক্ত হয়ে কাপড় পরিবর্তন করে পরিষ্কার কাপড় পরার জন্য বের হয়েছিলেন।”[মুসলিম গ্রন্থের (২০৭/৩) ব্যাখ্যায় নববী (রাহ.)।]

নবীজির স্ত্রী মায়মুনা রাযি. থেকে বর্ণিত, “মাসিক অবস্থায়ও আল্লাহর রাসূলের (স.) এর সাথে আমি শুয়ে থাকতাম এবং আমাদের মাঝখানে কাপড় থাকত।"[মুসলিম (২৯৫)]

অনেক ব্যক্তি স্ত্রীর সাথে মাসিক অবস্থায় দূরত্ব বজায় রাখে এবং একসাথে ঘুমায় না পর্যন্ত। এটি রাসূলের সুন্নাহর পরিপন্থী। এটি মেয়েদের মানসিকভাবেও আঘাত দেয়। কারণ, মাসিকের সময় মানসিকভাবে মেয়েরা বিপর্যস্ত থাকে এবং খুব দ্রুত মানসিক অবস্থার

পরিবর্তন ঘটে। এ-অবস্থায় স্বামী যদি তার থেকে দূরে থাকে, তবে সেটি তার জন্য আরও কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়, তাকে আরও বিষণ্ণ করে তোলে।

স্ত্রীর সাথে একই পাত্র থেকে গোসল করতেন

আয়িশা রাযি. বলেন, "আমি আল্লাহর রাসূলের সাথে একই পাত্র থেকে গোসল করতাম। তিনি আমার আগে পানি নেওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করতেন, আর আমি তাঁর আগে নেওয়ার জন্য। তিনি বলতেন, 'আমার জন্য রাখো।' আমি বলতাম,আমার জন্য রাখুন।" [বুখারী (২৫০) মুসলিম (৩২১) এবং নাসাঈ (২৩৯)।]

উম্মে সালামা থেকে বর্ণিত, "মাসিক অবস্থাতেও আল্লাহর রাসূল ﷺ ও আমি একই পাত্রে থেকে গোসল করতাম।" [বুখারী (৩২২) ও মুসলিম (৩২২)]।

আদর করে স্ত্রীদের উপনামে ডাকতেন

আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, "একদিন কিছু হাবশি বালক মসজিদে ঢুকে খেলতে শুরু করল। তখন আল্লাহর রাসূল আমাকে বললেন, 'হুমাইরা, তুমি কি তাদের (খেলা) দেখবে?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ।"

[এটি একটি উপনাম, যা এসেছে আরবি শব্দ আল-হামরা থেকে-অর্থ: লালচে সাদা রঙ; আয়িশার (রা) গায়ের রঙের জন্য এ-শব্দটি তিনি ব্যবহার করেছেন।]

[সুনান আল-কুবরাতে (৮৯৫১) নাসাঈ।]

কাজি 'আইয়্যায রাহ. বলেন, "এভাবে উপনাম দিয়ে তিনি তাঁর প্রেম ও ভালোবাসার প্রকাশ করতেন।" [মাশারিক আল-আনওয়ার (৭০২/১)।]

স্ত্রীদের নিয়ে দাওয়াত কবুল করতেন...

আনাস থেকে বর্ণিত, "আল্লাহর রাসূলের এক ফার্সি (বংশোদ্ভূত) প্রতিবেশী ছিল, সে ছিল স্যুপ তৈরিতে দক্ষ। একবার সে আল্লাহর রাসূলের জন্য স্যুপ প্রস্তুত করে তাঁকে আমন্ত্রণ জানাতে এল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আয়িশারও কি দাওয়াত আছে, সেও কি আমন্ত্রিত?' সে বলল, 'না।' তখন আল্লাহর রাসূলও বললেন, 'না (তিনি আমন্ত্রণ কবুল করবেন না)।' সে আবার তাঁকে আমন্ত্রণ জানাতে ফিরে এল। আল্লাহর রাসূল আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানে কি আয়িশাও আছে, সেও কি আমন্ত্রিত?' সে বলল, 'না।' আল্লাহর রাসূলও আবার বললেন, 'না (তিনি আমন্ত্রণ কবুল করবেন না)।' সে আবার তাঁকে আমন্ত্রণ জানাতে ফিরে এল। আল্লাহর রাসূল * আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানে তো আয়িশাও আছে, নাকি!' তৃতীয়বারে লোকটি বলল, 'হ্যাঁ।' তখন আল্লাহর রাসূল তার আমন্ত্রণ কবুল করলেন এবং আয়িশাকে রাযি. নিয়ে তার বাড়িতে গেলেন।" [মুসলিম (২০৩৭)]

নববী রাহ. বলেন, "আল্লাহর রাসূল আয়িশাকে ছাড়া একাই আমন্ত্রণে যাওয়া অপছন্দ করতেন। এ থেকে দেখা যায়, তিনি স্ত্রীদের প্রতি কতটা কোমল ছিলেন এবং তাদের অধিকার কীভাবে রক্ষা করতেন। স্ত্রীদের সাথে সর্বোচ্চ মর্যাদার সাথে তিনি আচরণ করতেন।" [মুসলিম গ্রন্থের ব্যাখ্যায় (২০৯/১৩) নববী]।

প্রত্যেক স্ত্রীর প্রতি ইনসাফ করতেন

আল্লাহর রাসূল কার্যতভাবেই আল্লাহর কথার বাস্তবায়ন নিজের পারিবারিক জীবনে করেছেন, "তাদের সাথে দয়ার্দ্র জীবনযাপন করো।"; (আল কুরআন, ৪:১৯) তাই আল্লাহর রাসূল বলেছেন, "মুমিনদের মধ্যে ঈমানে সর্বোৎকৃষ্ট তারাই, যারা ব্যবহারে সর্বোত্তম; আর তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম হলো তারাই, যারা স্ত্রীদের সাথে ব্যবহারে সর্বোত্তম।" [তিরমিযী (১০৮২)।]

কখনো স্ত্রীদের সমালোচনা করেননি

আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, "রাসূলুল্লাহ আল্লাহর পথে (জিহাদে) ছাড়া কখনোই কোনো খাদেম বা মহিলাকে আঘাত করেননি।"[মুসলিম ২৩২৮]

বর্তমান সময়ে এমন অনেক লোক পাওয়া যাবে, যারা তুচ্ছ থেকে তুচ্ছ কারণে স্ত্রীকে পিটায়, চেহারা ও মাথায় আঘাত করে। মারতে গিয়ে লাঠি, জুতা এবং হাতের কাছে যা পায়, সেটাই কাজে লাগায়।

আইয়্যাস ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল বলেন, "নারীদের আঘাত কোরো না।"

উমার রাযি. আল্লাহর রাসূলের কাছে এসে বললেন, 'নারীরা তাদের স্বামীদের সাথে অনেক উদ্ধত হয়ে উঠেছে।' তখন তিনি তাদের সামান্যভাবে আঘাতের অনুমতি দিলেন। এরপর অনেক মহিলা রাসূলুল্লাহর স্ত্রীদের কাছে এসে (স্বামীদের প্রহারের ব্যাপারে) অভিযোগ করতে লাগল। তিনি শুনে বললেন, "অনেক মহিলা মুহাম্মাদের স্ত্রীদের কাছে তাদের স্বামীদের প্রহারের ব্যাপারে অভিযোগ করেছে। যারা (স্ত্রীদের আঘাত) করে, তারা তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম নয়।" [আবু দাউদ (২১৪৬) এবং ইবনে মাজাহ (১৯৮৫)।]

আসিম আবাদী রাহ. বলেন, ""যারা (স্ত্রীদের আঘাত) করে, তারা তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম নয়' কথার অর্থ হলো, যারা স্ত্রীদের প্রহার করে তারা উত্তম নয়, বরংযারা ধৈর্যসহকারে স্ত্রীদের খারাপ বা ভুল আচরণ সহ্য করে এবং তাদের প্রহার করা থেকে বিরত থাকে, তারাই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম।" [আওন আল-মা'বুদ (১৩০/৬)।]

নবীজি ﷺ স্ত্রীদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ জীবন কাটিয়েছেন

আল্লাহর রাসূল কার্যতভাবেই আল্লাহর কথার বাস্তবায়ন নিজের পারিবারিক জীবনে করেছেন, "তাদের সাথে দয়ার্দ্র জীবনযাপন করো।"; (আল কুরআন, ৪:১৯) তাই আল্লাহর রাসূল বলেছেন, "মুমিনদের মধ্যে ঈমানে সর্বোৎকৃষ্ট তারাই, যারা ব্যবহারে সর্বোত্তম: আর তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম হলো তারাই, যারা স্ত্রীদের সাথে ব্যবহারে সর্বোত্তম।"[তিরমিযী (১০৮২)।]

নারীদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে পুরুষদের নির্দেশ দিয়েছেন

আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ বলেন, "নারীদের ব্যাপারে আমার নির্দেশ মেনে চলো। নারীদের সাথে দয়ার সাথে আচরণ করো।" [বুখারী (৩৩৩১) ও মুসলিম (১৪৬৮)]

নববী রাহ. বলেন, "এই রেওয়ায়েত নারীদের দয়া করা এবং তাদের ভুল আচরণ সহ্য করে প্রতিদানে কোমল ব্যবহার করার প্রতি উৎসাহ দেয়।" [মুসলিম গ্রন্থের ব্যাখ্যায় (৫৭/১০) নববী।]
আল্লাহর রাসূল আরও বলেন, "নারীদের পাঁজরের বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা একে সোজা করতে গেলে ভেঙে ফেলবে। তাই তার ব্যবহার সহ্য করে চলো, তার সাথে সুখে বসবাস করতে পারবে।"
[আহমাদ (১৯৫৮৯)।]

নারীদের সাথে ভালো ব্যবহার করার ব্যাপারে নবীজি বারবার পুরুষদের নির্দেশ দিয়েছেন। বিদায় হজ্বের ভাষণে তিনি বিশেষভাবে বলেছেন, "নারীদের সাথে কোমল আচরণ করো; কেননা, তারা তোমাদের কাছে বন্দির মতো।" [তিরমিযী (১০৮৩) এবং ইবনে মাজাহ (১৮৫১)।]

আল্লাহর রাসূল নারীদের ব্যাপারে এ-কথাগুলো বহুবার বলেছেন। কারণ, তিনি জানতেন, প্রকৃতিগতভাবেই নারীদের দ্বারা স্বামীরা কষ্ট পাবে এবং খুব কম মানুষই সবরের সাথে তা সহ্য করবে। বরং অনেকেই তাদের ব্যবহারে রেগে যাবে এবং তা বিচ্ছেদ ও পরিবার-ভাঙনের দিকে নিয়ে যাবে। আল্লাহর রাসূল তাই পারিবারিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বজায় রাখার কৌশল পুরুষদের শিখিয়ে দিয়েছেন। আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ বলেন, "একজন মুমিন কখনোই যেন একজন মুমিন নারীকে (তার স্ত্রীকে) ঘৃণা না করে। যদি সে তার কোনো কিছু অপছন্দ করে, তবে তার এমন গুণও তো রয়েছে যা সে পছন্দ করে।" [মুসলিম (২৬৭২)।]

নববী রাহ. বলেন, "এর অর্থ হলো, তার ঘৃণা করা অনুচিত; কারণ, স্ত্রীর মাঝে যেমন তার অপছন্দনীয় বিষয় আছে, তেমনি এমন অনেক গুণও আছে, যা তার পছন্দনীয়।

উদাহরণস্বরূপ, একজন মহিলা হয়তো অনেক রূঢ়ভাষী, কিন্তু একই সাথে সে অনেক দ্বীনদার, সতী-সাধ্বী।"[মুসলিম গ্রন্থের (৫৮/১০) ব্যাখ্যায় নববী (রাহ.)]

নবীজি সব সময় তাঁর স্ত্রীদের সাথে নম্র আচরণ করতেন। তাঁর সংসারজীবনও সে-কারণে ছিল অনেক আনন্দঘন। নবীজি তাদের খুশিতে রাখার চেষ্টা করতেন, তাদের সঙ্গে বসতেন, মজা করতেন, পরামর্শ করতেন, তাদের কথা শুনতেন এবং তাদের ভুল-ত্রুটিগুলো উপেক্ষা করতেন।

শুধু তা-ই নয়, অন্যদের তিনি স্ত্রীদের আত্মীয়দের সাথে ভালো ব্যবহার করার নির্দেশ দিতেন। আবু যর রাযি. থেকে বর্ণিত, "আল্লাহর রাসূল বলেন, "খুব শীঘ্রই আপনি মিশর জয় লাভ করবেন। এটি এমন এক দেশ, যা কিরাতের (সেখানে ব্যবহৃত একধরনের মুদ্রা।তেমনি বৈবাহিক সম্পর্কগত দায়িত্ব রয়েছে।" [মুসলিম (২৫৪৩)।]

নববী রাহ. বলেন, ""রক্তসম্পর্কীয় দায়িত্ব'-এর অর্থ হলো, তাদের দেশের অধিবাসী ছিলেন হাজেরা, ইসমাইলের (আলাইহিস সালাম) মা। 'বৈবাহিক সম্পর্কের দায়িত্ব'-এর অর্থ হলো, নবীজি ৬ সে-দেশের একজন নারীকে বিয়ে করেছিলেন (তাঁর ছেলে ইবরাহীমের মা- মারিয়াম)।" [মুসলিম গ্রন্থের (১৭/১৬) ব্যাখ্যায় নববী (রাহ.)]।

স্ত্রীদের অনুভূতির ব্যাপারে মনোযোগী ছিলেন

নবীজি স্ত্রীদের মন ভালো কিংবা খারাপ আছে কি না খেয়াল রাখতেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি আয়িশাকে রাযি. বললেন, "আমি খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারি, কখন তুমি আমার উপর খুশি থাক, আর কখন মন খারাপ করে থাক।" আয়িশা রাযি. জিজ্ঞেস করলেন, "কীভাবে বুঝতে পারেন?" তিনি উত্তর দিলেন, "যখন তুমি সন্তুষ্ট থাক, তখন শপথের সময় বল, 'মুহাম্মাদের রবের কসম', আর যখন মন খারাপ কর, তখন বলো, 'ইবরাহীমের রবের কসম।" আয়িশা রাযি. বললেন, "হ্যাঁ, (আপনি ঠিক ধরেছেন) আল্লাহর রাসূল, সে ক্ষেত্রে শুধু আপনার নাম উচ্চারণ করা থেকেই বিরত থাকি।" [বুখারী (৫২২৮) ও মুসলিম (২৪৩৯)]

আল্লাহর রাসূলকে রাষ্ট্র দেখাশোনা, যুদ্ধ, সৈন্যবহরের প্রস্তুতি, আল্লাহর বাণী পৌঁছানো, বিভিন্ন দেশে দূত পাঠানোসহ নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে হতো। এত-শত ভারী ভারী দায়িত্বের চাপে

থেকেও তিনি স্ত্রীদের খোঁজ নিতে ভুলতেন না, তাদের অনুভূতিগুলোর ব্যাপারে সচেতন থাকতেন।

স্ত্রীদের অনুভূতির ব্যাপারে তাঁর যত্নের আরেকটি ঘটনা। তাঁর দুই স্ত্রীর মাঝে একবার মনোমালিন্য হলো। হাফসা রাযি. সাফিয়্যাকে রাযি. ইহুদীকন্যা বলায় সাফিয়্যা কষ্ট পেলেন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে নবীজির কাছে অভিযোগ জানালেন। নবীজি * তার পক্ষ নিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা জানালেন এবং তাঁর কথা শুনে সাফিয়্যা খুশি হয়ে গেলেন।

নবীজির ভালোবাসার আরেকটি উদাহরণ সাফিয়্যার রাযি. উটের ঘটনা। সাফিয়্যা রাযি. থেকে বর্ণিত, "নবীজি একবার হজ্বের সফরে তাঁর স্ত্রীদের নিয়ে বের হলেন। সফরের একপর্যায়ে চালক উটের গতি বাড়িয়ে দিল। নবীজি তাকে বললেন, "ভঙ্গুর পাত্রগুলো (নারীরা) আছে, সাবধান!" একবার আমার উট (অসুস্থতার কারণে) থেমে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। আমি কাঁদতে লাগলাম। এ-সংবাদ পেয়ে রাসূল * চলে এলেন। আমার চোখের পানি তাঁর হাত দিয়ে মুছে দিলেন।" [আহমাদ (২৬৩২৫)।]

অসুস্থ অবস্থায় স্ত্রীদের সান্ত্বনা দিতেন

বিদায় হজ্বের সময় আয়িশার রাযি. মাসিক শুরু হলো। কষ্টে তার চোখে পানি চলে এল। আল্লাহর রাসূল ঘরে ঢুকে তার চোখে পানি দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কাঁদছ কেন? তোমার মাসিক শুরু হয়েছে?" আয়িশা রাযি. বললেন, "হ্যাঁ।" নবীজি ﷺ জবাব দিলেন, "এটা এমন একটি ব্যাপার, যা আল্লাহ নারীদের জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন। একজন হজ্বের সময় যা করে, সব কিছুই করতে থাকো, শুধু তাওয়াফ কোরো না।"

পরে তার মাসিক শেষ হলে তিনি হজ্ব সম্পন্ন করলেন। মাসিকের কারণে তার উমরার বাদ পড়ে-যাওয়া কাজগুলো তিনি শেষ করতে চাইলেন। নবীজি (আয়িশার ভাই) আব্দুর রহমানকে তানঈম এলাকায় তাকে নিয়ে ইহরাম শেষ করানোর জন্য যেতে বললেন। [বুখারী (৩১৬) ও মুসলিম ১২১১)।]

নারীদের মানসিক অবস্থা সম্পর্কে পুরুষদের খেয়াল রাখা উচিত, বিশেষ করে মাসিক ও নিফাসের সময়। নারীরা বিভিন্ন ব্যথা-যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে প্রায়ই সময়কাটায়, ফলে তার

মানসিক অবস্থারও দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। স্বামী যদি বিশেষ করে এ-সময়গুলোতে তার প্রতি সহানুভূতি দেখায়, তবে স্ত্রী তার এ-ভালোবাসার কারণে তার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে ওঠে।

স্ত্রী অসুস্থ হলে রুকইয়াহ করতেন

আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, "স্ত্রীদের কেউ অসুস্থ হলে নবীজি তাকে দেখতে যেতেন এবং তার ওপর ডান হাত রেখে রুকইয়াহ (অর্থাৎ নির্দিষ্ট দুআ ও কুরআনের আয়াত) পড়তেন। তিনি পড়তেন,

للَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَاسَ اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءٌ لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

হে আল্লাহ-মানবজাতির প্রভু, এই রোগ সারিয়ে দিন এবং (তাকে) আরোগ্য দিন! আপনিই তো মহান শিফাদাতা। আপনি ছাড়া কেউ রোগ থেকে শিফা দেওয়ার যোগ্যতা রাখে না।'"[বুখারী (৫৭৪৩) ও মুসলিম (২,১৯১)।]

স্বামী যখন স্ত্রীকে ব্যথার জায়গা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, করুণার সঙ্গে তার হাত সে-জায়গায় রাখে এবং রুকইয়াহ করে, তখন স্ত্রীর মনে তা গভীরভাবে রেখাপাত করে। এমনকি ব্যথার উপশমে এ-সব সাহায্য না করলেও সে মনে রাখে, তার স্বামী তার দেখাশোনা করে, তার কষ্ট বোঝে এবং তার প্রতি সহানুভূতিশীল।

আয়িশা রাযি. কর্তৃক বর্ণিত উম্মে জারের গল্পে এগারোজন নারীর একজন তার স্বামীর ব্যাপারে বলেছিল "সে কখনোই আমার কষ্টে হাত বাড়ায়নি।"[বুখারী (৫১৮৯) ও মুসলিম (২৪৪৮)।]

ইবনে হাজর রাহ. এর ব্যাখ্যায় বলেন, "সে তার অবিবেচক স্বামীর ব্যাপারে অভিযোগ করছিল এবং কঠোর মনের অধিকারী হিসেবে বর্ণনা করেছিল।" [ফাতহুল বারী (২৬৩/৯)।]

এমন অনেক স্বামীই আছে, যারা স্ত্রীর শারীরিক-মানসিক ব্যাপারে কোনো তোয়াক্কা করে না। অনেকে তো স্ত্রীর অসুস্থতাতেও বিরক্তি প্রকাশ করে। স্ত্রীরা স্বামীদের মতোই নানা সমস্যাসঙ্কুল কঠিন সময় পার করে। এ-সময়গুলোতে তার পাশে থেকে স্বামীদের উচিত শান্তির পরশ বুলিয়ে দেওয়া, নির্ভার রাখার চেষ্টা করা। ভালোবাসার সুরে কথা বলা। স্ত্রীর সাথে এমনভাবেই আচরণ করা উচিত, যেন সে বুঝতে পারে জীবনযুদ্ধে সে একা নয়, তার রয়েছে নিরাপদ

আশ্রয়স্থল। একজন নারী বাবা, মা বা ভাইয়ের মতো খুব নিকটাত্মীয়কে হারাতে পারে-এ-সময় তার স্বান্ত্বনার অনেক প্রয়োজন পড়ে; কিন্তু এ-সামান্য ব্যাপারটিও অনেক স্বামী বুঝতে পারে না, স্ত্রীর কষ্টে তার কোনো ভাবান্তর হয় না; এমন পাষাণ-হৃদয় স্বামীও পাওয়া যাবে, যারা আরও একধাপ এগিয়ে স্ত্রীর কষ্টকে তাচ্ছিল্যের ভাষায় উড়িয়ে দেয়, এমনকি তা নিয়ে মজাও করে বসে।

আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ বলেন, "হে আল্লাহ, আপনি সাক্ষী, আমি এতিম ও মহিলা-এই দুই শ্রেণির অধিকার (এবং এর সংক্রান্ত আহকাম) সম্পর্কে মানুষকে জানিয়ে দিয়েছি।" [ইবনে মাজাহ (৩৬৭৮)।]

স্ত্রীর অনুপযুক্ত আচরণও সহ্য করতেন

নুমান ইবনে আল-বশির থেকে বর্ণিত, "আবু বাকর রাযি. আল্লাহর রাসূলের ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। এ-সময় বাইরে থেকে তিনি শুনতে পেলেন আয়িশা রাযি. রাসূলুল্লাহর চেয়ে উঁচু গলায় কথা বলছে। ঘরে প্রবেশের অনুমতি পেয়ে তিনি আয়িশাকে রাযি. (কিছুটা রাগান্বিত হয়ে) নিজের দিকে টেনে বললেন, "তোমার সাহস কত! আল্লাহর রাসূলের সাথে উঁচু গলায় কথা বল!" আল্লাহর রাসূল (তাকে রক্ষা করার জন্য) তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেলেন। আবু বাকর রাযি. চলে গেলে রাসূলুল্লাহ তাকে (সান্ত্বনা দিয়ে) বললেন, “দেখলে, কীভাবে তোমাদের মাঝে এসে তোমাকে রক্ষা করলাম!" কিছুক্ষণ পর আবু বাকর ফিরে এসে তাঁদের দুজনকে হাস্যোজ্জ্বল দেখলেন। আবু বাকর বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল, আপনাদের যুদ্ধে যেমন শরিক হয়েছিলাম, আপনাদের খুশিতেও তেমনি আমাকে শরিক করুন।" [আহমাদ (১৭৯২৭)।]

স্ত্রী সারাদিন দূরে থাকলে তা সহ্য করতেন

উমার রাযি. বলেন, "আমরা কুরাইশরা স্ত্রীদের ওপর প্রভাবশালী ছিলাম, কিন্তু মদীনায় এসে দেখলাম, এখানে স্ত্রীরা স্বামীদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে রাখে। আমাদের স্ত্রীরা তাদের দেখে এসব শিখতে লাগল। একদিন আমি আমার স্ত্রীর ওপর রেগে গেলাম এবং আমার স্ত্রী আমার সাথে তর্ক করতে লাগল। আমি আরও রেগে গেলাম। তার তর্ক করা আমার একদমই সহ্য হলো না। (এটা দেখে) সে আমাকে বলল, 'আমার কথার পিঠে কথা বলা আপনার পছন্দ হচ্ছে না, কিন্তু আল্লাহর শপথ, রাসূলুল্লাহর স্ত্রীরা তার কথার পিঠে কথা বলে। এমনকি

কেউ কেউ তো রাত না হওয়া পর্যন্ত সারাদিন রাসূল থেকে দূরে থাকে।' আমি (এ-কথা শুনে) দ্রুত (আমার মেয়ে) হাফসার সাথে দেখা করতে গেলাম। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমাদের কেউ কি নবীজির কথার পিঠে কথা বলে?' সে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ।' তারপর জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কখনো রাত না আসা পর্যন্ত তার থেকে নিজেকে সারা দিন পৃথক রাখ?' সে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ।" [বুখারী (৮৯) ও মুসলিম (১৪৭১)।]

ইবনে হাজর রাহ. বলেন, "এই রেওয়ায়েত প্রমাণ করে যে, নারীদের সাথে কঠিন আচরণ করা নিন্দনীয়। কারণ, নবীজি নারীদের সঙ্গে ব্যবহারে আনসারদের প্রথা মেনে নিয়ে তার নিজের লোকদের (কুরাইশ) প্রথা ছেড়ে দিয়েছিলেন। এ থেকে আরও বোঝা যায় যে, স্ত্রীর সাথে ধৈর্যসহ আচরণ করা উচিত এবং তার ভুলগুলো ক্ষমা করে দেওয়া উচিত; কিন্তু সেটি যদি আল্লাহর অধিকার হয়, তবে তা ভিন্ন কথা।" [ফাতহুল বারী (২১১/৯)।]

বাসার কাজে স্ত্রীদের সাহায্য করতেন

আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত, আয়িশাকে রাযি. জিজ্ঞাসা করা হলো, "রাসূলুল্লাহ বাড়ির ভেতরে কী কী কাজ করতেন?" তিনি জবাব দিলেন, "নবীজি ﷺ স্ত্রীদের কাজে সাহায্য করতেন এবং সালাতের সময় হলে উঠে চলে যেতেন।" [বুখারী (৬৭৬)।]

নিজের জামা নিজে সেলাই করতেন

এক বর্ণনায় আছে, "নবীজি ﷺ তো একজন মানুষই ছিলেন, যিনি নিজেই নিজের কাপড় সেলাই করতেন, ভেড়ার দুধ দোয়াতেন এবং পুরুষরা বাসায় সচরাচর যে-সব কাজ করে, সেগুলো করতেন।" [আদাবুল মুফরাদ (৫৪১) ও তিরমিযী (১১৩)।]

আরেক বর্ণনায় আছে, "নবীজি ﷺ এর নিজের জামা নিজে ধুতেন, নিজের জুতা নিজে মেরামত করতেন এবং পুরুষরা বাসায় সচরাচর যে-সব কাজ করে, সেগুলো করতেন।" [আহমদ (২৪৩৮২)]

বর্তমান সময়ে কিছু পুরুষ আছে, যারা স্ত্রীর ঘাড়ে তার সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ চাপিয়ে দেয়। তাকে ক্লান্ত বা অসুস্থ দেখেও তার কোনো ভাবান্তর হয় না, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় না। এমন আচরণ অবশ্যই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের পরিপন্থী।

ঘরে রান্না না হলে রেগে যেতেন না বরং বলতেন “আজ তাহলে আমি রোযা”

ঘরে প্রায় সময় উনুন জ্বলতো না। খেজুর খেয়েই দিন পার করতেন। কখনো তিনি খাবার না পেলে বলতেন,” আজ তাহলে আমি রোজা।”

বাহনে উঠতে স্ত্রীকে সাহায্য করতেন

আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, "একবার দেখলাম, সাফিয়্যা রাযি. উটে ওঠার চেষ্টা করছেন। এটা দেখে নবীজি তাকে তাঁর নিজের গাউন দিয়ে ঢেকে দিলেন (যেন ওঠার সময় আওরাহ অসাবধানতাবশত উন্মুক্ত হয়ে না পড়ে), তারপর উটের সামনে হাঁটু গেড়ে বসলেন, যেন তাঁর হাঁটুর ওপর পা রেখে তিনি উটে উঠতে পারেন।” [বুখারী (২৮৯৩) ও মুসলিম (১৩৬৫)]

এ থেকে বোঝা যায়, স্ত্রীদের সাথে নবীজির আচরণ কতটা কোমল ও ভালোবাসাপূর্ণ ছিল।

শারীরিক পরিচ্ছন্নতা ও সুবাসের ব্যাপারে খেয়াল রাখতেন

বাসায় ফিরেই আল্লাহর রাসূল মিসওয়াক দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করতেন, যেন তাঁর স্ত্রী তাঁর মুখ থেকে দুর্গন্ধ না পায়। সুরায় ইবনে হানী রাহ. থেকে বর্ণিত, তিনি আয়িশাকে রাযি. জিজ্ঞেস করলেন, "বাসায় ঢুকে নবীজি প্রথম কোন কাজ করতেন?" তিনি উত্তরে বললেন, "মিসওয়াক দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করতেন।" [মুসলিম (২৫৩]

সুয়ূতী রাহ. বলেন, "তাঁর এরকম অভ্যাসের পেছনে কারণ ছিল সারাদিন বাইরে কথা বলে তাঁর মুখের গন্ধ বদলে যেত। স্ত্রীদের সাথে সুন্দরতম ব্যবহারে রাসূল এতটাই যত্নবান ছিলেন যে, এই সামান্যতম দুর্গন্ধ না রাখার ব্যাপারেও তিনি খেয়াল রাখতেন।" [হাসিয়াত, আস-সুযুতি (১০/১)।]

ঘুম থেকে উঠেই দাঁত ও মুখ পরিষ্কার করতেন

আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, "নবীজি ﷺ দিনে বা রাতে যখনই ঘুমাতেন, ঘুম থেকে উঠে প্রথমে মিসওয়াক করতেন, তারপর উযু করতেন।"[আবু দাউদ (৫৭)]
আল-কুরতুবী রাহ. বলেন, "ঘন ঘন মিসওয়াক করা যে বেশ পছন্দনীয় সুন্নাহ, এর প্রমাণ এই হাদীস। কারণ, সারা দিন পার হলে মুখের গন্ধ দুর্গন্ধে পরিণত হবে, এটাই স্বাভাবিক।" [আল-মুফহিম (১৩৬/৩)।]

ইবনে কায়্যিম রাহ. বলেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ মিসওয়াক ব্যবহার করতে পছন্দ করতেন। ঘুম থেকে উঠে, উযুর পূর্বে, সালাতের শুরুতে এবং বাসায় প্রবেশের পর মিসওয়াক করতেন। মিসওয়াকের জন্য তিনি আরাক" গাছের ডাল ব্যবহার করতেন।" [যাদুল মা'আদ (১৬৭/১)।]

ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা দাম্পত্য জীবনে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কারণ, স্বামী বা স্ত্রীর যে-কারও অপরিচ্ছন্নতার কারণে দুজনের মাঝে রোগ হতে পারে।

সব সময় সুগন্ধি ব্যবহার করতেন

আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, "নিজের শরীর থেকে দুর্গন্ধ বের হোক, এটি নবীজি ﷺ পছন্দ করতেন না।" [বুখারী (৬৯৭২) ও মুসলিম (১৪৭৪)]

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, "নিজের শরীর থেকে দুর্গন্ধ বের হলে নবীজি সবচেয়ে বেশি মনঃক্ষুণ্ণ হতেন।" [আল-মুজাম আল-আওসাতে (৮৭৬৪) আত-তাবারানী।]

নবীজির অন্যতম গুণ ছিল সুগন্ধি ব্যবহার করা এবং তিনি প্রায়শই তা ব্যবহার করতেন। আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজি বলেন, “তোমাদের দুনিয়ার দুটি জিনিসকে আমার নিকট অধিক পছন্দনীয় করা হয়েছে-সুগন্ধি আর নারী, আর সালাতকে করা হয়েছে আমার চোখের শীতলতা।" [নাসাঈ (৩৯৩৯)।]

নবীজি রসুন ও পেঁয়াজের মতো হালাল জিনিসকে পরিহার করে চলতেন শুধু এ-কারণেই যে, এগুলো মুখে দুর্গন্ধ তৈরি করে। এবার তুলনা করুন সে-সব ধূমপায়ীর কথা, যারা মুখে

সিগারেটের গন্ধ নিয়ে বাসায় ফেরে আর তাদের স্ত্রী সর্বোত্তম সাজে সেজে স্বামীর জন্য অপেক্ষা করে; স্বামীর
মুখের সিগারেটের দুর্গন্ধ তার মনে কেমন প্রভাব ফেলবে?

স্ত্রীর জন্য নিজেকে মুশোভিত করতেন ও অন্যদের এ কাজের নির্দেশ দিতেন

আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ বলেন, "যার চুল আছে, সে যেন একে সম্মান করে।" "[আবু দাউদ (৪১৬৩)।]

আসিম আবাদী বলেন, "এর অর্থ হলো, চুল যেন পরিষ্কার রাখা হয়, তেল দেওয়া হয়, আঁচড়ানো হয় এবং এলোমেলো না রাখা হয়। কারণ সবাই পরিষ্কার-সুন্দর বেশভূষা দেখতে পছন্দ করে।"['আওন আল-মা'বুদ (১১৮৩/৯)।]

একজন স্বামীর উচিত স্ত্রীর জন্য উত্তম বেশে সাজা এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা। যেমন, ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, "আমি চাই যেমন আমার স্ত্রী আমার জন্য সাজুক, তেমনি আমিও যেন তার জন্য সাজি। কারণ, আল্লাহ বলেন, “পুরুষদের উপর নারীদেরও অধিকার আছে, যেমন নিয়ম অনুযায়ী পুরুষদের নারীদের উপর অধিকার আছে।"[স্বামীর উপর স্ত্রীর নির্দিষ্ট অধিকার আছে, ঠিক যেমন স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার রয়েছে।]
(আল কুরআন, ২: ২২৮)

সাহল ইবনে সাদ আল-আনসারী থেকে বর্ণিত, "একবার এক লোক রাসূলুল্লাহর * কক্ষের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল, তাঁর হাতে একটি চিরুনি এবং সেটি দিয়ে তিনি নিজের চুল ঠিক করছিলেন।"[বুখারী (৫৯২৪) ও মুসলিম (২১৫৬)]

স্ত্রীর কাছে নবীজি তাঁর চুল ধুয়ে ও আঁচড়িয়ে নিতেন

আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, "ইতিকাফের সময় আল্লাহর রাসূল আমার দিকে তার মাথা হেলে দিতেন এবং আমি তার চুল আঁচড়ে দিতাম। [বুখারী (২০২৯) ও মুসলিম (২৯৭)।]

আয়িশা রাযি. আরও থেকে বর্ণিত, "আমার মাসিকের সময়ও আমি রাসূলুল্লাহর ﷺ চুল ধুয়ে দিতাম।" [বুখারী (৩০১) ও মুসলিম (২৯৭)]

হারাম না হলে স্ত্রীদের অনুরোধ মানার চেষ্টা করতেন

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. হজ্বের সময় আয়িশার রাযি. মাসিক হওয়ার ঘটনা এবং এতে তার কান্নায় ভেঙে পড়ার বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "আল্লাহর রাসূল মানুষের সাথে ব্যবহারে অনেক সহজ-সরল ছিলেন এবং তাঁর স্ত্রী কোনো কিছু করতে চাইলে তিনি তাতে অনুমতি দিতেন।" [মুসলিম (১২১৩)]

আরেক ঘটনা সম্পর্কে আয়িশা রাযি. বলেন, "একদিন আল্লাহর রাসূল আমার সঙ্গে বসেছিলেন, এমন সময় বেশ কিছু উচ্চকণ্ঠে আওয়াজ শুনতে পেয়ে দেখতে গেলেন, কী হচ্ছে। তিনি দেখলেন, কিছু আবেসিনীয় বালক বল্লম নিয়ে খেলা করছে। তিনি আমাকে বলেন, "আয়িশা, তুমি আসবে তাদের খেলা দেখতে?” আমি উঠে গিয়ে তার কাঁধে থতনি রেখে খেলা দেখতে লাগলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার (দেখা) শেষ হলো?' তাঁর কাছে আমার অবস্থান দেখার জন্য (কতক্ষণ এভাবে থাকেন) প্রত্যেকবার আমি 'না' বলতে লাগলাম।” [তিরমিযী (৩৬৯১)। মূল হাদিস বুখারী (৪৫৫) ও মুসলিম (৮৯২)।]

ইবনে বাত্তাল রাহ. বলেন, "নবীজি কতটা মহান চরিত্রের ছিলেন, তা এ ঘটনা প্রমাণ করে এবং প্রত্যেকের উচিত হারাম না হলে স্ত্রীর খুশিকে নিজের জন্য কষ্টকর হলেও প্রাধান্য দেওয়া।" [ইবনে বাত্তালের বুখারীর ব্যাখ্যা (৫৪৮/২)]

অন্য এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, "আমি তাদের খেলা দেখছিলাম এবং আমিই শেষে খেলা দেখা বন্ধ করে সরে এলাম।"[মুসলিম (৮৯২)।]

জায়েজ কবিতা শোনার ব্যাপারে স্ত্রীদের নিষেধ করেননি

আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, "রাসূলুল্লাহ (আমার ঘরে) এসে দেখলেন, দুই বালিকা বুয়াসের যুদ্ধে আনসারদের দুই গোত্রের (আউস ও খাযরাজ) কবিতা আবৃত্তি করছে। তিনি বিছানায় অন্যদিকে মুখ ঘুরে শুয়ে পড়লেন। তারপর আবু বাকর এসে আমাকে বকা দিতে লাগলেন, "রাসূলুল্লাহর ঘরে শয়তানের যন্ত্র (কবিতা)! আল্লাহর রাসূল তার দিকে ফিরে বললেন, "ওদের ছেড়ে দাও।" এরপর তিনি আমাদের থেকে মনোযোগ সরিয়ে নিলেন। আমি তাদেরকে ইশারায় চলে যেতে বললাম। আর এটা ঘটেছিল ঈদের দিনে।"[বুখারী (৯৫০) ও মুসলিম (৮৯২)।]

ইবনে হাজর রাহ, বলেন, "এই রেওয়ায়েত প্রমাণ করে যে, ঈদের দিনে পরিবারের আনন্দের ব্যবস্থা করা (নিষিদ্ধ নয় এমন কিছু দিয়ে) এবং (রমাদানের সিয়াম ও দীর্ঘ রজনীর কিয়ামের) ইবাদাতের পর আরাম করা উত্তম। এ থেকে এটিও শেখা যায়, স্ত্রীদের ব্যাপারে নরম থাকা এবং তার ভালোবাসা অর্জনের চেষ্টা করা উচিত।" [ফাতহুল বারী (৪৪৩/২)।]

ইবনে রজব রাহ. আরও বলেন, "রাসূলুল্লাহ ঈদ ও বিয়ে উপলক্ষ্যে তাঁর স্ত্রীদের বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার না করে কবিতা আবৃত্তি করে আনন্দ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। তবে দফ নামক বাদ্যযন্ত্রে ছাড় রয়েছে।”

[দফের আওয়াজ স্পষ্ট ও চিকন নয় এবং সুরেলা ও আনন্দদায়কও নয়। ফলে দফ বলে পরিচিত কোন যন্ত্রের আওয়াজ যদি চিকন ও আকর্ষণীয় হয় তখন তা আর দফ থাকবে না; বাদ্যযন্ত্রে পরিণত হবে। - আওনুল বারী ২/৩৫৭আর দফের মধ্যে যদি বাদ্যযন্ত্রের বৈশিষ্ট্য এসে পড়ে তবে সেটি আর জায়িজ থাকবে না, সর্বসম্মতিক্রমে নাজায়িজ বলে পরিগণিত হবে। - মিরকাত ৬/২১০

অর্থাৎ দফ বলে পরিচয় দেয়া কোন যন্ত্রতে বাদ্যযন্ত্রের কোন ধরনের বৈশিষ্ট্য পাওয়া গেলেই একে আর দফ বলা যাবে না। তাই কেউ যেকোন যন্ত্রকে দফ বলে পরিচয় দিয়ে বাদ্যকে হালাল করার অপচেষ্টা করলে তা শরীয়ত বহির্ভূত কাজ বলেই গণ্য হবে এবং সুস্পষ্ট হারাম হবে। তবে প্রকৃত দফ হল ভিন্ন কথা। আল্লাহ শয়তানের যাবতীয় সুক্ষ্ম ধোকা থেকে আমাদের হিফাজত করুক। - সম্পাদক]

অল্পবয়সী মেয়েদের সাথে আয়িশাকে রাযি. খেলার অনুমতি দিয়েছিলেন

আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, "আমি নবীজি উপস্থিতিতে পুতুল খেলতাম এবং অনেক সময় আমার বান্ধবীরাও আমার সাথে খেলত। আল্লাহর রাসূল (আমার ঘরে) ঢুকলে তারা লুকিয়ে পড়ত। আল্লাহর রাসূল তাদেরকে আমার সাথে খেলা করার জন্য ডাক দিতেন।" [বুখারী (৬১৩০) ও মুসলিম (২৪৪০)।]

আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, "তাবুক বা খাইবার (রাবী এ-ব্যাপারে অনিশ্চিত) অভিযানের পর আল্লাহর রাসূল বাসায় পৌঁছলেন। এমন সময় গুদামঘরের পর্দা বাতাসে সরে গেল এবং আমার কিছু খেলনা দেখা গেল। নবীজি জিজ্ঞেস করলেন, "এগুলো কী?” আমি জবাব দিলাম,

'আমার পুতুল।' সেগুলোর মধ্যে নবীজি একটি কাপড়ের তৈরি ডানাওয়ালা ঘোড়া দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এটি আমি কী দেখছি?' বললাম, 'ঘোড়া।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'এটির ওপর এগুলো কী?' বললাম, 'ডানা।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'দুই ডানাওয়ালা ঘোড়া?' আমি বললাম, 'আপনি শোনেননি সুলায়মানের (আলাইহিস সালাম) ঘোড়ারও ডানা ছিল?'

আল্লাহ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আনন্দ, খেলাধুলা, মজা করা তাদের সম্পর্কে সৌহার্দ্য আর ভালোবাসার জোয়ার আনে। এতে বৈবাহিক বন্ধন দৃঢ় হয় এবং তাদের মধ্যে একে অপরের জন্য গভীর মমতা কাজ করে।

কাসিমী রাহ. বলেন, "কৌতুক আর মজা করলে নারীরা অনেক আমোদিত হয়। " [মাওইযাত আল-মুমিনীন (পৃষ্ঠা ১৬৮)।]

দাইনূরী রাহ, বলেন, "উমার কত দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্বের মানুষ ছিলেন! তিনিও পর্যন্ত বলেছেন, 'স্ত্রীর সাথে শিশুর মতো (কৌতুকপূর্ণ) আচরণ করো; আর যখন তার প্রয়োজন দেখা দেবে, তখন সত্যিকার পুরুষের মতো এগিয়ে আসো।" [আল-মুজালাসাহ ওয়া জাওয়াহির আল-ইলম (৪৩০/৩)।]

অনেকে বন্ধুদের সাথে ঠিকই হাসি-তামাশা করে, কিন্তু বাসায় ঢুকতেই তাদের হাসি অদৃশ্য হয়ে যায়, বরং ভ্রু-কুঁচকে ঘরে চলাফেরা করে। এটি অবশ্যই নবীজির সুন্নাতের পরিপন্থী কাজ।

স্ত্রীর সঙ্গে নবীজি দৌড়- প্রতিযোগিতা করতেন

আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, "আমি রাসূলুল্লাহর সাথে এক সফরে ছিলাম। তখনো আমার শরীরে ভারত্ব আসেনি। নবীজি অন্যদের বললেন, 'এগিয়ে যাও', তারা তা-ই করল। তারপর তিনি আমাকে বলেন, 'আসো, দৌড়-প্রতিযোগিতা করি।' দৌড়ে আমি তাঁকে হারিয়ে দিলাম। বেশ কিছু সময় পরের কথা। আমার শরীরে মাংস লেগেছে অর্থাৎ শারীরিক ভারত্ব এসেছে, সেই দৌড়ের কথাও ভুলে গিয়েছি। একদিন তাঁর সাথে আবার সফরে ছিলাম। নবীজি অন্যদের বললেন, 'এগিয়ে যাও', তারা তা-ই করল। তারপর তিনি আমাকে বলেন, 'আসো,

দৌড়-প্রতিযোগিতা করি।' এবার দৌড়ে তিনি আমাকে হারিয়ে দিলেন। তিনি হাসতে হাসতে বললেন, 'এটা সেটার বদলা।"[আহমদ (২৫৭৪৫), আবু দাউদ (২৫৭৮) ও ইবনে মাজাহ (১৯৭৯)।]

চিন্তা করুন, সফরের গুরুদায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও নবীজি স্ত্রীর জন্য সময় বের করে তার আনন্দের খোরাক জুগিয়েছেন। কিন্তু আজকাল অনেক মানুষই তাদের স্ত্রীদের সাথে এরকম আনন্দ করতে বিব্রত বোধ করে, এমনকি তারা খোলা মরুভূমিতে একা থাকা সত্ত্বেও এরকম আনন্দে এগিয়ে আসে না।

সফরে রাতেরবেলা স্ত্রীর সাথে গল্প করতেন

আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, "নবীজি কোনো যাত্রায় বের হওয়ার আগে স্ত্রীদের মাঝে লটারি করতেন। একবার লটারিতে আমার ও হাফসার নাম এল। আমরা দুজনে তাঁর সাথে বের হলাম। নবীজি ﷺ (উটের পিঠে) সারা দিন ভ্রমণে থাকতেন আর রাত হলে আমার সাথে হাঁটতেন আর গল্প করতেন। এক রাতে হাফসা আমাকে বলল, 'তুমি কি আজ রাতে আমার উটে থাকবে আর আমাকে তোমার উটের উপর থাকতে দেবে? তা হলে তুমি দেখবে (যা সচরাচর তুমি দেখ না) এবং আমিও দেখতে পাব (যা সচরাচর আমি দেখি না)?' আমি বললাম, 'আচ্ছা।' তাই আমি হাফসার উটে চড়লাম আর হাফসা আমার উটে চড়ল। আল্লাহর রাসূল আমার উটের কাছে গেলেন যেটিতে হাফসা ছিল। তিনি ওই উটের কাছে গিয়ে সালাম দিলেন এবং তার সাথে উঠে বসলেন। নামার আগ পর্যন্ত সে উটেই থাকলেন। যখন রাসূল তার সাথে উটে বসলেন, আমি ঈর্ষা অনুভব করলাম। আমি ঘাসে পা রেখে বলতে লাগলাম, 'আল্লাহ, কোনো বিছা বা সাপ আমাকে যেন কামড় দেয়! রাসূলের ব্যাপারে আমি তো কিছুই বলতে পারব না, কারণ তিনি তো আপনার রাসূল।"[বুখারী (৫২১১) ও মুসলিম (২৪৪৫)]

আয়িশা রাযি. চরম ঈর্ষা কারণে এই কথাগুলো উচ্চারণ করেছিলেন, আর নারীরা ঈর্ষার কারণে যা বলে, তা উপেক্ষা করা যায়।

আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ এক সফরে ছিলেন। তাঁর সাথে আনজাশা নামে এক হাবশি গোলাম ছিল, সে বেশ দ্রুত উট চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল (উটে

মহিলারা ছিল)। আল্লাহর রাসূল তাকে বলে উঠলেন, "আনজাশা, কাঁচপাত্রগুলো (নারীরা) আছে, আস্তে যাও!" [বুখারী (২৩২৩) ও মুসলিম (৬১৬১)।]

আলিমগণ বলেন, নবীজি ও নারীদের কাঁচপাত্রের সাথে তুলনা করেছেন, কারণ, তারা সহজেই প্রভাবিত হয়, (সচরাচর) কষ্ট সহ্য করতে পারে না। তারা কাঁচের পাত্রের মতোই দুর্বল- অনেক ভঙ্গুর, বেশি চাপ সহ্য করতে পারে না, বরং সহজেই ভেঙে যায়।

নববী রাহ. বলেন, "ধীরে ধীরে উট চালাতে বলার কারণ হলো, দ্রুতগতি উটের বাহক মহিলাদের ক্লান্ত করে তুলবে। এতে করে তারা পড়ে গিয়ে আঘাত পেতে পারে। এ-কারণে তিনি তাকে আস্তে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।" [মুসলিম গ্রন্থের (৮১/১৫) ব্যাখ্যায় নববী (রাহ.)।]

স্ত্রীদের একসাথে মজা করতে দেখে হাসতেন

আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, "সাওদা বিনতে যামআ (নবীজির স্ত্রী) একদিন আমাদের ঘরে আসলেন। আল্লাহর রাসূল আমার ও তার মাঝে বসে এক পা আমার কোলে আর অপর পা তার কোলের ওপর রাখলেন। আমি সাওদার জন্য হারিনা (মসুর, ছোলা এবং ধনে দিয়ে বানানো একধরনের স্যুপ) রান্না করেছিলাম। আমি তাকে বললাম, 'খান।' কিন্তু তিনি খেতে চাইলেন না। তখন আমি বললাম, 'আল্লাহর কসম, আপনি খাবেন, নাহলে আমি আপনার মুখে ঢেলে দেব।' এরপরও তিনি খেতে চাইলেন না। আমি তখন তার মুখে এর কিছুটা ঢেলে দিলাম। আল্লাহর রাসূল হাসতে শুরু করলেন এবং উরু দিয়ে সাওদাকে রক্ষা করার চেষ্টা করতে করতে তাকে বললেন, 'ওর মুখেও ঢেলে দাও।' তিনি তা-ই করলেন। তিনি আবার হাসতে শুরু করলেন। হঠাৎ আমরা (বাইরে) উমারকে রাযি. বলতে শুনলাম, আবদুল্লাহ ইবনে উমার! আবদুল্লাহ ইবনে উমার!' আল্লাহর রাসূল তখন আমাদের বললেন, 'ওঠো, ওঠো! তোমাদের মুখ পরিষ্কার করো। আমার মনে হয়, উমার এখন আসবে।" [সুনান আল-কুবরা গ্রন্থে নাসাঈ (৮৯১৭) এবং ফাওয়াইদ গ্রন্থে আবু বকর আশ-শাফীজ (১১২)।]

এই রেওয়ায়েত স্ত্রীদের সাথে নবীজির আনন্দঘন মুহূর্তের এক অনুপম বর্ণনা। স্ত্রীদের মাঝে আয়িশাকে রাযি. তিনি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসলেও অন্যদের সাথে তিনি কখনো অবিচার করেননি। তিনি স্ত্র আয়িশার রাযি. পক্ষ নিয়ে অন্য স্ত্রীর সাথে অন্যায় করেননি, বরং

অপরজনকে সাহায্য করেছিলেন। তিনি অত্যন্ত সফলভাবে পারিবারিক বন্ধনকে আনন্দঘন করে তুলতেন।

স্ত্রীর ধাঁধা শুনতেন

আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, "আমি রাসূলুল্লাহকে * বললাম, 'আল্লাহর রাসূল ৬, ধরুন, আপনি একটি উপত্যকায় এসে দেখলেন একটি গাছের কিছু পাতা খাওয়া হয়েছে, আর অন্য গাছগুলোর পাতা খাওয়া হয়নি। কোন গাছ থেকে আপনার উটকে খাওয়াবেন?' তিনি বললেন, 'যে গাছ থেকে কোনো পাতা খাওয়া হয়নি।'" (এখানে আয়িশা রাযি. বোঝাতে চেয়েছেন, তাকে ছাড়া আর কাউকে তিনি কুমারী হিসেবে বিয়ে করেননি।) [বুখারী (৫০৭৭)।]

যেভাবে অন্য নারীদের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে তাঁর স্ত্রীদের গড়ে তুলেছেন

স্ত্রীদের সাথে কৌতুক আর হাসি-তামাশা যেমন আল্লাহর রাসূল করতেন, তেমনি উম্মাহর নারীদের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে গড়ে তোলায় তাদের প্রশিক্ষণও দিয়েছেন। এ-ব্যাপারে তিনি বলেন, "আল্লাহ প্রত্যেককে তার অধীনস্থ মানুষের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবেন, সে কি তাদের ব্যাপারে দায়িত্ব পালন করেছে, নাকি ধ্বংস করেছে! এভাবে তিনি মানুষকে তার পরিবারের দায়িত্ব সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করবেন।" [নাসাঈ (১১৭৪)।]

ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজি বলেন, "তোমরা প্রত্যেকেই অভিভাবক, তাই নিজ নিজ অধীনস্থদের ব্যাপারে তোমরা দায়বদ্ধ থাকবে। একজন শাসক একজন অভিভাবক, সে তার অধীনস্থদের ব্যাপারে দায়বদ্ধ। একজন পুরুষও একজন অভিভাবক, সে তার পরিবারের ব্যাপারে দায়বদ্ধ।" [বুখারী (৮৯৩) ও মুসলিম (১৮২৯)।]

একজন স্বামীর দায়িত্ব তার স্ত্রীকে শিক্ষিত করা, দিকনির্দেশনা দেওয়া। ইসলাম ও জীবন সম্পর্কে স্বামী শিক্ষা না দেওয়ার কারণে অনেক নারীর জীবনে অশুভ পরিণতি দেখা দিয়েছে। হয়তো যথার্থ শিক্ষা ও পথনির্দেশ পেলে তারা এ-দুনিয়া ও আখিরাত-দুই জগতেই উপকৃত হতে পারত।

স্ত্রীদের ইবাদাত সম্পর্কে শেখাতেন

উম্মে সালামা রাযি. (নবীজির স্ত্রী) থেকে বর্ণিত, "এক রাতে আল্লাহর রাসূল ﷺ উঠে বললেন, 'সুবহানাল্লাহ! আজ রাতে আল্লাহ কত দুঃখ-কষ্ট নাযিল করেছেন, আবার এই রাতেই আল্লাহ কত গুপ্তধন নাযিল করেছেন। কে আছো, এখানকার নারীদের (তাঁর স্ত্রীদের) সালাতের জন্য জাগিয়ে তোলো! এ জগতের সুসজ্জিত ব্যক্তিও দেখা যাবে আখিরাতে উলঙ্গ হয়ে উঠবে।" [বুখারী (৭০৬৯)]

আখিরাতের পুরস্কার ও শাস্তির ব্যাপারে মানুষের উদাসীনতা রাসূলুল্লাহকে পেরেশান করে তুলত। তিনি তাঁর স্ত্রীদের এ-সম্পর্কে সজাগ করতে শেষ রাতে জেগে উঠাতেন। তিনি তাদের ইবাদাত করতে তাগাদা দিতেন, তারা কেবল তাঁর ﷺ স্ত্রী বলে আখিরাতে পার পেয়ে যাবে, এমনটা যেন ভেবে না বসে। তাই প্রত্যেকের উচিত নিজের স্ত্রীকে শেষরাতে জেগে তুলে একসাথে ইবাদাত করা, বিশেষ আবহাওয়াগত বিশেষ ঘটনার সময় (ঝড়ো বাতাস, হারিকেন, টর্নেডো, চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ ইত্যাদির সময়) ইবাদাতে তাগাদা দেওয়া।

মন্দের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করতে তাদের শেখাতেন

আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, "(এক রাতে) আল্লাহর রাসূল আমার হাত ধরলেন এবং চাঁদের দিকে দেখিয়ে বললেন, আয়িশা, এটি থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও, কারণ, এর সম্পর্কেই আল্লাহ বলেছেন, 'অন্ধকারের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই, যখন তা বিস্তার লাভ করে।" (আল কুরআন, ১১৩: ৩) [তিরমিযী (৩২৮৮)।]

ইবনে কাসীর রাহ. বলেন, "তিনি রাতের অন্ধকার থেকে আশ্রয় চাইতে বলার কারণ হলো মন্দ সাধারণত রাতে ছড়িয়ে পড়ে। অন্য আরেক হাদীসেও সরাসরি চাঁদের কথা বলা আছে, যা এ-আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক নয়; কারণ, রাত চেনা যায় চাঁদের দ্বারা এবং এটা কেবল রাতেই দেখা যায়।" [তাফসীর ইবনে কাসীর (৫৩৬/৮)।]

এই রেওয়ায়েতে দেখা যায়, স্ত্রীকে শেখানোর ব্যাপারে তিনি এতটা আন্তরিক ছিলেন যে, হাত ধরে তাকে দেখিয়ে দিচ্ছিলেন। তিনি শুধু নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হননি, একই সাথে কারণও ব্যাখ্যা করে তাকে বুঝিয়ে দিতেন।

তাদের উপকারী দুআ শেখাতেন

জুওয়ায়রিয়্যা রাযি. (নবীজির স্ত্রী) থেকে বর্ণিত, "আমি ফজরের সালাত পড়ছিলাম। এ-সময় রাসূলুল্লাহ আমার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। পরে সকাল হলে তিনি ফিরে এলেন। আমি তখনো সেখানেই (সালাতের জায়গায়) বসেছিলাম। নবীজি আমাকে বললেন, 'আমি চলে যাওয়ার পর থেকে তুমি সেই একই জায়গায় বসে আছ (এতক্ষণ)?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ।' তখন নবীজি বললেন, 'তোমার কাছ থেকে চলে যাবার পর আমি মাত্র চারটি শব্দ তিনবার পড়েছি এবং সেগুলো ওজন করলে তুমি এতক্ষণ যা পড়েছ, তার থেকে ভারী হবে; (সেগুলো হলো)

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ

আমি আল্লাহর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করছি তাঁর সৃষ্টিকুলের সংখ্যার পরিমাণ, তিনি সন্তুষ্ট হওয়া পরিমাণ, তার আরশের ওজনের সমপরিমাণ, তার কথা লিপিবদ্ধ করার কালি পরিমাণ।"[মুসলিম (২৭২৬)]

আস-সিন্দি রাহ. বলেন, "এর মানে হলো, এমন দুআ আছে, যেগুলো অপর দুআ থেকে উত্তম; কারণ, সেগুলো আরও ব্যাপক এবং আল্লাহর নাম ও গুণাবলি সম্বলিত। এ-কারণে তুলনামূলক সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও অন্য লম্বা দুআগুলোর চেয়ে সেগুলোর সাওয়াব অনেক বেশি।" [আস-সুয়ূতী এবং আস-সিন্দি কর্তৃক নাসাঈ গ্রন্থের ব্যাখ্যা (৭৮/৩)।]

রাসূল ﷺ তাদের সহজ কিন্তু সর্বোত্তম ইবাদাতগুলো শেখাতেন

আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, "আমি কাবার ভেতরে প্রবেশ করে সালাত পড়তে পছন্দ করতাম। একবার নবীজি আমার হাত ধরে আমাকে হিজরের (কাবার অর্ধবৃত্তাকার দেয়াল) ভেতরে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'কাবার ভেতর সালাত পড়তে চাইলে হিজরের ভেতর সালাত পড়ো- এটি কাবারই অংশ।" [আবু দাউদ (৮০২) ও নাসাঈ (২৯১২)]

এভাবে তিনি ﷺ তাকে কাবার ভেতরে সালাত পড়ার একটি সহজ উপায় শিখিয়ে দিলেন।

ইবাদাতে নিজের ওপর অত্যাচার করতে নিষেধ করতেন

আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ মসজিদে প্রবেশ করে দুই খুঁটির মাঝে একটি দড়ি বাঁধা পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কী?' লোকেরা উত্তর দিল, 'এটা যায়নাবের জন্য। তিনি সালাত পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে গেলে এটা ধরে থাকেন।' তিনি বললেন, 'এটা খুলে ফেলো। যতক্ষণ শরীর সতেজ থাকে, সালাত পড়ো; এরপর ক্লান্ত হয়ে গেলে থেমে যাও।" [বুখারী (১১৫০) ও মুসলিম (৭৮৪)।]

নববী রাহ. বলেন, "এই রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত যে, ইবাদাতের ব্যাপারে নিজের ওপর কেউ যেন কঠোর না হয়, বরং ভারসাম্য বজায় রাখে। শরীরে উদ্যম থাকা পর্যন্ত ইবাদাত করতে থাকবে এবং ক্লান্ত হয়ে গেলে বন্ধ করে দিয়ে (আরাম করে) আবার শক্তি সঞ্চয় করবে।" [মুসলিম গ্রন্থের (৭৩/৬) ব্যাখ্যায় নববী (রাহ.)।]

আয়িশা রাযি. নবীজিকে এক মহিলা সম্পর্কে বললেন, যে না ঘুমিয়ে সারা রাত সালাত পড়ে। তিনি এরকম করতে নিষেধ করলেন। উরওয়া ইবনে আয-যুবাইর রাযি. থেকে বর্ণিত, "আয়িশা রাযি. আমাকে বলেছেন, একবার হাওলা বিনতে তুওয়াত (একজন মহিলা সাহাবী) তার ও নবীজির পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। আয়িশা রাযি. বললেন, 'রাসূলুল্লাহ, লোকে বলে হাওলা বিনতে তুওয়াত রাতে ঘুমায় না।' তিনি বলে উঠলেন, 'রাতে ঘুমায় না! এমন কাজই করো, যা করার সামর্থ্য তোমাদের আছে।

তোমরা ক্লান্ত হয়ে যাবে, কিন্তু আল্লাহ ক্লান্ত হবেন না।" [বুখারী (৪৩) ও মুসলিম (৭৮৫)।]

নববী রাহ. বলেন, ""রাতে ঘুমায় না!'- কথার দ্বারা তিনি এ-কাজের ব্যাপারে অসম্মতি জানিয়েছেন এবং সে যে তার নিজের ওপর কঠোর, তা বুঝিয়েছেন।" [মুসলিম গ্রন্থের (৭৩/৬) ব্যাখ্যায় নববী (রাহ.)।]

পরিমাণে অল্প হলেও ইবাদাত নিয়মিত জারি রাখতে উৎসাহ দিতেন

আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজি বলেন, "আল্লাহর কাছে সেই আমলগুলো প্রিয় যেগুলো নিয়মিত, যদিও তা পরিমাণে অল্প হোক না কেন।" কাসিম ইবনে মুহাম্মদ রাহ, বলেন, "আয়িশা রাযি. কোনো ইবাদাত শুরু করলে, সেটি কখনোই ছেড়ে দিতেন না।" [বুখারী (৬৪৬৫) ও মুসলিম (৭৮৩)।]

ইবনে আল-জাওযী রাহ. বলেন, "মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ দুটি কারণে নিয়মিত আমল পছন্দ করেন; প্রথমত, কোনো আমল শুরু করে সেটি থামিয়ে দেওয়া সেই আমল ছেড়ে দেওয়ার সমতুল্য। দ্বিতীয়ত, কোনো আমল নিয়মিত করা কোনো দাসের তার প্রভুর নিয়মিত সেবা করার সমতুল্য। সে এমন এক খাদেম, যে তার প্রভুর দরজার সামনে প্রতিদিন কিছু সময় দাঁড়িয়ে থাকে; তার মতো না, যে সারা দিন প্রভুর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে এবং সে-স্থান ত্যাগ করে চিরতরে চলে যায়।" [ফাতহুল বারী (১০৩/১)]

বেশি বেশি দান করতে উৎসাহ দিতেন

আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ তাকে বললেন, "আয়িশা, নিজেকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করো, একটি খেজুরের অর্ধেক দান করে হলেও।" [আহমদ (২৩৯৮০)।]

"অর্ধেক খেজুর" দ্বারা কোনো কিছু সামান্য থেকে সামান্যতম হলেও সেটি দান করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য আয়িশাকে রাযি. আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ ইবাদাত করতেও উৎসাহিত করেছেন।

আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, "একবার আল্লাহর রাসূল আমার সঙ্গে ছিলেন; এমন সময় এক ভিক্ষুক এলে তাকে আমি (আমার খাদেমকে) কিছু দান করতে বললাম। তবে দেওয়ার আগে সে কী দিচ্ছে, তা আমাকে দেখাতে বললাম (তা হলে বুঝতে পারব, আমার কাছে কতখানি অবশিষ্ট থাকছে)। আল্লাহর রাসূল আমাকে বললেন, 'আয়িশা, তোমার বাসায় কী ঘটছে, তার সব কিছু তদারকি করতে তুমি আগ্রহী? (দানে ব্যবহৃত হয় এরকম) সব কিছুই তোমার গোচরে থাকুক, এটিই তোমার ইচ্ছা?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, 'আয়িশা, (দানের জন্য) ব্যয় করো এবং জমা করে রেখো না। না হলে আল্লাহ তোমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন।" আবু দাউদ (১৭০০) ও নাসাঈ (২৫৪৯)

ইবনে হাজর রাহ. বলেন, "আল্লাহর রাসূল এই রেওয়ায়েতে নির্দেশ দিয়েছেন যে, সম্পদ কমে যাবে, এই ভয়ে যেন দান করতে আমরা বাধা না দিই। কারণ, দান থেকে বিরত থাকা সম্পদ কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ। এই দানের কারণেই আল্লাহ দানকারীকে অফুরন্ত রিযক দিয়ে থাকেন। যে সম্পদ হিসাব না করেই দান করে, তাকে আল্লাহ এমন জায়গা থেকে (রিষক) দেন, যা সে কল্পনাও করতে পারে না।" ফাতহুল বারী (৩০০/৩)।

আরেকবার ভেড়া কুরবানির সময় নবীজি তাঁর স্ত্রীদের উদার-হাতে দান করার শিক্ষা দিয়েছিলেন। আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, "একবার আমরা একটি ভেড়া জবাই করলাম (এবং সেখান দান করলাম)। পরে আল্লাহর রাসূল এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'কতখানি বাকি আছে?' আমি বললাম, 'কাঁধের মাংস ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।' তিনি বললেন, 'বরং বলো, কাঁধের মাংস ছাড়া বাকি সবটুকুই আছে।" তিরমিযী (২৩৯৪)।

মুবারাকপুরী রাহ. বলেন, "এর দ্বারা তিনি ঊ বুঝিয়েছেন আমরা যা দান করব, সেগুলো আমাদের জন্য থেকে যাবে (পুরস্কার হিসেবে) আর যা নিজের জন্য রেখে দেওয়া হলো, তা তো চলে গেল (সেগুলোর কোনো প্রতিদান পাওয়া যাবে না)।" **১২২** এখানে তিনি আল্লাহর এই কথার দিকে ইঙ্গিত করেছেন,

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

অর্থ: "তোমাদের যা আছে ধ্বংস হয়ে যাবে, আল্লাহর কাছে যা আছে, তা চিরকাল রয়ে যাবে। আমি নিশ্চয়ই যারা ধৈর্য ধরে থাকত, তাদেরকে তাদের সর্বোত্তম কাজের অনুপাতে পুরস্কার দেব।"_আন-নাহল: **১৬**

সচ্চরিত্র শেখাতেন

আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, "পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পর আফলাহ আমার সাথে দেখা করতে এল। তিনি আবুল কুয়াসের ভাই-যার স্ত্রী আমাকে বুকের দুধ খাইয়েছিলেন। আফলাহ (প্রবেশ করার) অনুমতি চাইলে আমি তাকে বললাম, 'আল্লাহর কসম, আমি রাসূলের নির্দেশ না পেয়ে আফলাহকে ঘরে ঢোকার অনুমতি দিতে পারি না। কারণ, আবুল কুয়াস আমাকে দুধ পান করায়নি, বরং তার স্ত্রী আমাকে দুধপান করিয়েছিল।' পরে আল্লাহর রাসূল ঘরে এলেন। আমি তাকে বললাম, 'রাসূলুল্লাহ *, আফলাহ আবুল কুয়াসের ভাই। সে (আমার ঘরে) ঢোকার অনুমতি চেয়েছিল। আমি আপনার নির্দেশ ছাড়া তাকে ঘরে ঢোকানো পছন্দ করলাম না। তখন আল্লাহর রাসূল বললেন, 'তাকে অনুমতি দিতে কীসে তোমাকে বাধা দিল?' আমি বললাম, 'আবুল কুয়াস আমাকে দুধ পান করায়নি, বরং তার স্ত্রী আমাকে দুধপান করিয়েছিল।' এটি শুনে তিনি বললেন, 'তাকে (ঘরে ঢোকার) অনুমতি দিতে পারো, কারণ সে তোমার চাচা (দুধপিতার ভাই)।'[বুখারী (৪৭৯৬) ও মুসলিম (১৪৪৫)।]

জ্ঞান ছাড়াই কোনো বিষয়ে কথা বলতে নিষেধ করতেন

পর্যাপ্ত জ্ঞান ছাড়াই কোনো বিষয়ে কথা বলতে আল্লাহর রাসূল তাঁর স্ত্রীদের নিষেধ করতেন, যেন তাড়াহুড়া করে তারা কোনো ভুল মতামত দিয়ে না বসে।

আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, "একবার আনসারদের এক বাচ্চার জানাজা সালাত পড়াতে রাসূলুল্লাহকে অনুরোধ করা হলো। আমি বললাম, 'আল্লাহর রাসূল, এ-শিশুর জন্য তো সুখবর, সে পাপ না করায় জান্নাতের পাখি হয়ে উড়ে বেড়াবে। সে বালেগ হওয়ার আগেই এমন এক বয়সে মারা গিয়েছে যে, পাপ করার সুযোগই পায়নি।' তিনি বললেন, আয়িশা, (কথা বলতে গিয়ে) তাড়াহুড়ো কোরো না; বিপরীতও ঘটতে পারে। আল্লাহ যোগ্যদের জন্য জান্নাত সৃষ্টি করেছেন-তাদের পিতার কটিদেশ থেকে তাদের বের করারও বহু আগে। আল্লাহ জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন, যারা জাহান্নামে যাবে, তাদের জন্য। তিনি তাদের জন্য জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন-তাদের পিতার কটিদেশ থেকে বের করারও বহু আগে।" মুসলিম (২৬৬২)

নববী রাহ. বলেন, "মুসলিম আলিমদের সর্বসম্মত অভিমত হলো, কোনো মুসলিম শিশু যদি (বালেগ হওয়ার আগেই) মারা যায়, তবে সে জান্নাতে যাবে। কারণ, সে বালেগ হয়নি-যখন থেকে তার আমলের হিসাব নেওয়া শুরু হয়। আলিমগণ আরও বলেন, উপরোক্ত হাদীসে নবীজির উদ্দেশ্য ছিল আয়িশাকে রাযি. শেখানো যে, পুরোপুরি নিশ্চিত না হয়ে এবং প্রমাণ ছাড়া তিনি যেন তাড়াহুড়ো করে কোনো মতামত না দেন।" মুসলিমের গ্রন্থের (২০৭/১৬) ব্যাখ্যায় নববী (রাহ.)।

যেভাবে নবীজি ﷺ বৈবাহিক সমস্যার সমাধান করতেন

আল্লাহর রাসূল ও তাঁর স্ত্রীদের পারিবারিক জীবনে আক্ষরিক অর্থেই আল্লাহর এই কথাগুলো বাস্তবায়ন করতে পেরেছিলেন- "তাদের সাথে দয়ার্দ্র জীবন যাপন করো।" (আল কুরআন, ৪: ১৯)

কোনো ঘরই সমস্যা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। এমনকি নবীজির ঘরে হঠাৎ কোনো কোনো দিন সমস্যা হতো। যেহেতু নবীজি আমাদের অনুসরণীয় আদর্শ, তাই তাঁর সমস্যা ও সমাধানগুলো আমাদের জন্য শিক্ষণীয়।

প্রত্যেক স্বামীর জন্য এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ পারিবারিক সমস্যা আসলে কোনো বিপদ নয়; বরং আসল বিপদ হলো, সমস্যা তৈরি হলে তার সমাধান করতে ব্যর্থ হওয়া। ফলে সম্পর্কে দূরত্ব বাড়তে থাকে এবং একপর্যায়ে বিচ্ছেদের পথে দম্পতিরা পা বাড়ায়।

নবীজির পরিবার বিভিন্ন কঠিন সময় পার করেছে। ইফকের ঘটনা, নবীজির ﷺ স্ত্রীদের খরচ বাড়ানোর দাবির ঘটনা, মারিয়ার ঘটনা এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এগুলোর প্রত্যেকটি সম্পর্কে আমরা এখন আলোচনা করব।

ইফকের ঘটনা

আয়িশার রাযি. জন্য বেশ কঠিন পরীক্ষা ছিল এই ঘটনা। বেশ কিছু ঘটনার পরি-ক্রমা শেষে আল্লাহ সাত আসমানের ওপর থেকে তার পবিত্রতা প্রমাণ করেছেন।

আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, "রাসূলুল্লাহ সফরে বের হবার ইচ্ছা করলে স্ত্রীদের মধ্যে লটারি করে সফর-সঙ্গিনী নির্বাচন করতেন। তাঁদের মধ্যে যার নাম বেরিয়ে আসত, তাকেই তিনি নিজের সঙ্গে নিয়ে যেতেন। এক যুদ্ধে যাবার সময় তিনি আমাদের মধ্যে লটারি করলেন, তাতে আমার নাম এলো। তাই আমি তাঁর সঙ্গে (সফরে) বের হলাম। এটি পর্দার নির্দেশ নাযিল হবার পরের ঘটনা। আমাকে হাওদার ভেতরে সাওয়ারিতে উঠানো হত, আবার হাওদায় থাকা অবস্থায় নামানো হত। এভাবেই আমরা সফর করতে থাকলাম।

রাসূলুল্লাহ ঐ যুদ্ধ শেষ করে (বাহিনী নিয়ে) ফিরে আসতে লাগলেন। আমরা মদীনার কাছাকাছি পৌছেছি, এমন এক রাতে তিনি স্থান ত্যাগ করার ঘোষণা দিলেন। ঘোষণা শুনে আমি উঠে সেনাদলকে অতিক্রম করে গেলাম এবং নিজের প্রয়োজন সেরে হাওদায় ফিরে এলাম। তখন বুকে হাত দিয়ে দেখি আমার আযফার দেশীয় সাদা ও কালো পাথরের তৈরি মালাটা ছিঁড়ে পড়ে গেছে। তখন আমি আমার মালার সন্ধানে ফিরে গেলাম, খুঁজতে গিয়ে দেরি করে ফেললাম।

ওদিকে যারা আমার হাওদা উঠিয়ে দিত, তারা তা উঠিয়ে যে উটে আমি সওয়ার হতাম তার পিঠে রেখে দিল। তাদের ধারণা ছিল যে, আমি হাওদাতেই আছি। তখনকার মেয়েরা হালকা-পাতলা ছিল, তেমন মোটাসোটা হতো না। কারণ, তারা খুব সামান্য খাবার খেতে পেত। তাই হাওদা উঠাতে গিয়ে ভার তাদের নিকট অস্বাভাবিক মনে হয়নি; উপরন্তু সে-সময় আমি অল্প বয়স্কা কিশোরী ছিলাম। তারা হাওদা উঠিয়ে উট হাঁকিয়ে রওনা হয়ে গেল।

এদিকে সেনাদল চলে যাবার পর আমি আমার মালা পেয়ে গেলাম। কিন্তু তাদের জায়গায় ফিরে এসে দেখি, সেখানে কেউ নেই। তখন আমি আমার জায়গায় এসে বসে থাকলাম। আমার ধারণা ছিল যে, আমাকে না পেয়ে আবার এখানে তারা ফিরে আসবে। বসে থাকা অবস্থায় আমার দু চোখে ঘুম আসায় ঘুমিয়ে পড়লাম।

সাফওয়ান ইবনে মুআত্তাল, যিনি প্রথমে সুলামী এবং পরে যাকওয়ানী হিসাবে পরিচিত ছিলেন, সেনাদলের পিছনে (পরিদর্শক হিসাবে) রয়ে গিয়েছিলেন। সকালের দিকে আমার অবস্থানস্থলের কাছাকাছি এসে পৌঁছলেন এবং একজন ঘুমন্ত মানুষের শরীর দেখতে পেয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলেন।

পর্দার বিধান নাযিলের আগে তিনি আমাকে দেখেছিলেন। তিনি উটে বসেছিলেন, আমি তার 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' শব্দে জেগে উঠলাম। তিনি উটের সামনে পা চেপে ধরলে আমি তাতে সওয়ার হলাম। আর তিনি আমাকে নিয়ে সাওয়ারি হাঁকিয়ে চললেন। সেনাদল ঠিক দুপুরে যখন বিশ্রাম করছিল, তখন আমরা সেনাদলে পৌঁছলাম।

যারা আমার ব্যাপারে সন্দেহ করছিল তারা ধ্বংস হোক। অপবাদ রটনায় নেতৃত্ব দিয়েছিল আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল। আমরা মদিনায় উপস্থিত হলাম। এসেই আমি একমাস অসুস্থ ছিলাম। এদিকে কিছু লোক অপবাদ রটনাকারীদের রটনা ছড়াতে থাকল। আমার

অসুস্থতার সময় আমার সন্দেহ হলো, নবীজি আমাকে সেরকম স্নেহ করছেন না, যেমনটা আমার অসুস্থতার সময় সচরাচর আমি অনুভব করতাম। তিনি শুধু ঘরে প্রবেশ করে সালাম দিয়ে বলতেন, 'কেমন আছ?'

আমি সে-বিষয়ের (ইফকের) কিছুই জানতাম না। আমার স্বাস্থ্য একটু ভালো হলে (একরাতে) আমি ও উম্মে মিসতাহ বাইরে বের হলাম। ইত্যবসরে সে তার চাদরে পা জড়িয়ে হোঁচট খেল এবং বলল, "মিসতাহর জন্য দুর্ভোগ।" আমি তাকে বললাম, "তোমার কথার জন্য দুর্ভোগ হোক। বদর যুদ্ধে শরিক হয়েছে এমন এক ব্যক্তিকে তুমি অভিশাপ দিচ্ছ!" সে বলল, "সরলমনা মেয়ে! যে-সব কথা তারা রটিয়েছে, তা তুমি শোনোনি?" এরপর অপবাদ রটনাকারীদের সব রটনা সম্পর্কে সে আমাকে বলল। সে-সব শুনে আমার অসুস্থতা বেড়ে গেল।

আমি ঘরে ফিরে আসার পর রাসূলুল্লাহ আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন আছ?' আমি বললাম, 'আমাকে আমার পিতা-মাতার কাছে যাবার অনুমতি দিন।' তিনি (আয়িশা রাযি.) বলেন, 'আমি তখন তাদের (পিতা-মাতার) নিকট হতে এ-সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাচ্ছিলাম। রাসূলুল্লাহ আমাকে অনুমতি দিলেন।

আমি আমার পিতা-মাতার কাছে গেলাম। আমি আমার মাকে বললাম, 'লোকেরা কী বলাবলি করছে?' তিনি বললেন, 'মেয়ে আমার, ব্যাপারটি নিজের জন্য সহজভাবে নাও। আল্লাহর শপথ, এমন সুন্দরী রমণী খুব কমই আছে, যাকে তার স্বামী ভালোবাসে আর তার একাধিক সতীনও আছে; অথচ ওরা তাকে উত্যক্ত করে না।' আমি বললাম, 'সুবহানাল্লাহ! লোকেরা সত্যি তবে এ-সব কথা রটিয়েছে?"

তিনি (আয়িশা) বলেন, 'ভোর পর্যন্ত সে-রাত আমার এমনভাবে কেটে গেল যে, চোখের পানি আমার বন্ধ হল না, ঘুমের একটু পরশও আমি পেলাম না-এভাবে ভোর হলো। পরে রাসূলুল্লাহ ওহীর বিলম্ব দেখে আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগের ব্যাপারে ইবনে আবু তালিব ও উসামা ইবনে যায়দকে ডেকে পাঠালেন। পরিবারের জন্য তাঁর প্র ভালোবাসার প্রতি লক্ষ করে উসামা পরামর্শ দিয়ে বললেন, 'আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর কসম (তার সম্পর্কে) ভালো ব্যতীত অন্য কিছু আমরা জানি না।'

আলী ইবনে আবু তালিব রাযি. বললেন, 'আল্লাহর রাসূল, কিছুতেই আল্লাহ আপনার পথ সংকীর্ণ করেননি। সে ছাড়াও আরও অনেক নারী আছে। আপনি নাহয় দাসীকে জিজ্ঞেস করুন, সে আপনাকে সত্য কথা বলবে।' রাসূলুল্লাহ তখন (দাসী) বারীরাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বারীরা, তুমি কি তার মধ্যে সন্দেহজনক কিছু দেখতে পেয়েছ?' বরীরা বলল, 'আপনাকে যিনি সত্যসহ পাঠিয়েছেন, তাঁর কসম করে বলছি, না, তেমন কিছু দেখিনি। শুধু একটি অবস্থাতেই দেখেছি যে, তিনি অল্পবয়স্কা কিশোরী-তাই আটা খামির করতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। সেই ফাঁকে বকরি এসে তা খেয়ে ফেলে।"

সে-দিনই রাসূলুল্লাহ ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে আবদুল্লাহ ইবনে 'উবাই ইবনে সালুলের ষড়যন্ত্র হতে বাঁচার উপায় জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ বললেন, "আমার পরিবারকে কেন্দ্র করে যে-ব্যক্তি আমাকে জ্বালাতন করেছে, তার মোকাবেলায় কে প্রতিকার করবে? আল্লাহর কসম, আমি তো আমার স্ত্রী সম্পর্কে ভালো ব্যতীত অন্য কিছু জানি না। আর এমন ব্যক্তিকে জড়িয়ে তারা কথা তুলেছে, যার সম্পর্কে ভালো ব্যতীত অন্য কিছু জানি না আর সে তো আমার সঙ্গে ব্যতীত আমার ঘরে কখনো প্রবেশ করত না।"

তখন সাদ (ইবনে মুআয) রাযি. দাঁড়িয়ে বললেন, "আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর কসম, আমি তার প্রতিকার করব। যদি সে আউস গোত্রের কেউ হয়ে থাকে, তা হলে তার গর্দান উড়িয়ে দেব; আর যদি সে আমাদের খাযরাজ গোত্রীয় ভাইদের কেউ হয়, তা হলে আপনি তার ব্যাপারে আমাদের নির্দেশ দেবেন, আমরা আপনার নির্দেশ পালন করব।"

খাযরাজ গোত্রপতি সাদ ইবনে উবাদা রাযি. তখন দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি উত্তম ব্যক্তিই ছিলেন। কিন্তু গোত্রপ্রীতি তাকে পেয়ে বসল। তিনি বললেন, "তুমি মিথ্যা বলছ। আল্লাহর কসম, তুমি তাকে হত্যা করতে পারবে না, সে শক্তি তোমার নেই।" তখন উসায়িদ ইবনে হুযাইর রাযি. দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, "তুমিই মিথ্যা বলছ। আল্লাহর কসম, আমরা অবশ্যই তাকে হত্যা করে ছাড়ব। আসলে তুমি একজন মুনাফিক। তাই মুনাফিকদের পক্ষ নিয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়েছ।”

এরপর আউস ও খাযরাজ উভয় গোত্রই উত্তেজিত হয়ে উঠল। এমনকি রাসূলুল্লাহ * মিম্বারে থাকা অবস্থাতেই তারা (লড়াইয়ে) উদ্যত হল। তখন তিনি নেমে তাদের চুপ করালেন। সবাই শান্ত হলো আর তিনিও নীরবতা অবলম্বন করলেন।

আয়িশা রাযি. বলেন, সে-দিন সারাক্ষণ আমি কাঁদলাম, চোখের পানি আমার শুকাল না এবং ঘুমের সামান্য পরশও পেলাম না। আমার পিতা-মাতা আমার পাশে পাশেই থাকলেন। পুরো রাত-দিন আমি কেঁদেই কাটালাম। আমার মনে হলো, কান্না বুঝি আমার কলিজা বিদীর্ণ করে দেবে। তিনি (আয়িশা) বলেন, তারা (পিতা-মাতা) উভয়ে আমার কাছেই বসে ছিলেন, আর আমি কাঁদছিলাম। ইতিমধ্যে এক আনসারী মহিলা ভেতরে আসার অনুমতি চাইল। আমি তাকে অনুমতি দিলাম। সেও আমার সঙ্গে বসে কাঁদতে শুরু করল। আমরা এ অবস্থায় থাকতেই রাসূলুল্লাহ প্রবেশ করে বসলেন, অথচ যে-দিন হতে আমার সম্পর্কে অপবাদ রটানো হয়েছে সে-দিন হতে তিনি আমার কাছে বসেননি-এর মধ্যে এক মাস কেটে গিয়েছিল, অথচ আমার সম্পর্কে তাঁর নিকট কোনো ওহী নাযিল হলো না।

আয়িশা রাযি. বলেন, "হামদ ও সানা পাঠ করে তিনি বললেন, "আয়িশা, তোমার সম্পর্কে এ-ধরনের কথা আমার নিকট পৌঁছেছে। তুমি নির্দোষ হলে আল্লাহ অবশ্যই তোমার নির্দোষিতা ঘোষণা করবেন। আর যদি তুমি কোনো গুনাহে জড়িয়ে গিয়ে থাক, তা হলে আল্লাহর নিকট তাওবা ও ইসতিগফার কর। কেননা, বান্দা নিজের পাপ স্বীকার করে তাওবা করলে আল্লাহ তাওবা কবুল করেন।" তাঁর কথা শেষ হওয়ামাত্র আমার কান্না বন্ধ হয়ে গেল। এমনকি এক ফোঁটা জলও এলো না। আমার পিতাকে বললাম, “রাসূলুল্লাহকে আমার পক্ষ হতে জবাব দিন।" তিনি বললেন, "আল্লাহর কসম, আমি বুঝছি না, রাসূলুল্লাহকে কী বলব?” তখন আমার মাকে বললাম, "আমার পক্ষ হতে রাসূলুল্লাহর কথার জবাব দিন।” তিনিও বললেন, "আল্লাহর কসম, আমি বুঝছি না, রাসূলুল্লাহ -কে কী বলব?” আমি তখন অল্পবয়স্কা কিশোরী। কুরআনও খুব বেশি মুখস্থ হয়নি। তবুও আমি বললাম, "আল্লাহর কসম, আমার জানতে বাকি নেই, লোকেরা কী রটাচ্ছে; তা আপনারা শুনতে পেয়েছেন এবং আপনাদের মনে তা বসে গেছে-ফলে আপনারা তা বিশ্বাস করে নিয়েছেন। এখন যদি আমি আপনাদের বলি যে, আমি নিষ্পাপ; আর আল্লাহ জানেন, আমি অবশ্যই নিষ্পাপ-তবু আপনারা আমার সে-কথা বিশ্বাস করবেন না। আর যদি আপনাদের নিকট কোনো বিষয় আমি স্বীকার করি, অথচ আল্লাহ জানেন, আমি নিষ্পাপ, তা হলে অবশ্যই আপনারা আমাকে বিশ্বাস করে নেবেন। আল্লাহর কসম, ইউসুফের (আ) পিতার ঘটনা ব্যতীত আমি আপনাদের জন্য কোনো দৃষ্টান্ত খুঁজে পাচ্ছি না। যখন তিনি বলেছিলেন, “পূর্ণ ধৈর্যধারণই আমার জন্য উত্তম। আর তোমরা যা বলছ, সে-বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্যকারী।” (আল কুরআন, ১২:১৮)

এরপর আমি বিছানায় অন্য কাত হলাম। আমার বিশ্বাস ছিল, অবশ্যই আল্লাহ আমাকে নির্দোষ ঘোষণা করবেন। কিন্তু আল্লাহর কসম, আমি ভাবিনি যে, আমার ব্যাপারে কোনো ওহী নাযিল

হবে। কুরআনে আমার ব্যাপারে কোনো কথা বলা হবে, এ-বিষয়ে আমি নিজেকে উপযুক্ত মনে করি না। তবে আমি আশা করছিলাম যে, নিদ্রায় আল্লাহর রাসূল এমন কোনো স্বপ্ন দেখবেন, যা আমাকে নির্দোষ প্রমাণ করবে। কিন্তু আল্লাহর কসম, তিনি তাঁর আসন ছেড়ে তখনো উঠে যাননি এবং ঘরের কেউ বেরিয়েও যায়নি, এরই মধ্যে তাঁর উপর ওহী নাযিল হওয়া শুরু হয়ে গেল এবং (ওহী নাযিলের সময়) তিনি যে-রকম কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হতেন, সে-রকম অবস্থার সম্মুখীন হলেন। এমনকি সে-মুহূর্তে শীতের দিনেও তাঁর শরীর হতে মুক্তার মতো ফোঁটা ফোঁটা ঘাম ঝরে পড়তে লাগল।

** যখন রাসূলুল্লাহর ওহীর অবস্থা কেটে গেল, তিনি হাসতে লাগলেন। আর প্রথম যে বাক্যটি তিনি উচ্চারণ করলেন-তা হলো, আমাকে বললেন, "আয়িশা, আল্লাহর প্রশংসা করো। তিনি তোমাকে নির্দোষ ঘোষণা করেছেন।" আমার মা তখন আমাকে বললেন, "রাসূলুল্লাহর কাছে যাও (কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর)।" আমি বললাম, “না। আল্লাহর কসম, আমি তাঁর কাছে যাব না এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও প্রশংসাও করব না।" আল্লাহ নাযিল করলেন, "নিশ্চয়ই অপবাদ আরোপকারীরা তোমাদের মধ্য থেকেই কিছু মানুষ;" (আল কুরআন, ২৪:১১-২০) এবং আরও দশটি আয়াত।
[বুখারী (২৬৬১) ও মুসলিম (২৭৭০)।]

ইফকের ঘটনায় রাসূল যেভাবে তাঁর স্ত্রীর সাথে ব্যবহার করেছেন, তা থেকে আমরা কিছু শিক্ষা পাই-

১। যাচাই করার দূরদর্শিতা : নবীজি ৪ তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ মেনে নেওয়ার আগে সে-ব্যাপারে তদন্ত করেছেন। তিনি তড়িৎগতিতে কোনো সিদ্ধান্তে যাননি। পুরো এক মাস ধরে সময় নিয়ে তিনি অপেক্ষা করেছেন, তদন্ত করেছেন এবং সবশেষে সে-ব্যাপারে আয়িশার রাযি.-এর সাথে কথা বলেছেন।

২। আচরণে পরিবর্তন আনা: নবীজি আয়িশার রাযি. সাথে ব্যবহারে পরিবর্তন এনেছিলেন। তিনি কম কম দেখা করতেন, কম কম খোঁজ নিতেন। তবে যেহেতু তখনো তার দোষ প্রমাণিত হয়নি-তাই একেবারেই তাকে ছেড়ে যাননি, বরং মাঝে মাঝে খোঁজখবরও নিতেন। আবার পুরো ভালোবাসাও দেখাননি এটা বোঝাতে যে, কিছু একটা সমস্যা হয়েছে।

ইবনে হাজর রাহ. বলেন, "এ-ঘটনা থেকে আমরা শিখতে পারি, স্বামীর উচিত স্ত্রীর সাথে কোমলভাবে আচরণ করা এবং নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্তে না পৌঁছা। আবার তার উচিত স্ত্রীকে ইঙ্গিতে বোঝানো যে, কিছু একটা সমস্যা হয়েছে, যেন স্ত্রী তার সমস্যা নিয়ে চিন্তাভাবনা করে এবং দোষ বুঝতে পেরে স্বীকার করে।" ফাতহুল বারী (৪৭৯/২)।

৩। মতামত ও পরামর্শ লাভের পদ্ধতি: আল্লাহর রাসূল আয়িশা রাযি. যেন জানতে না পান সে-রকম গোপনীয়তা অবলম্বন করে তার ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়েছেন। তিনি । এজন্য আলী ইবনে আবু তালিব, যায়নাব বিনতে জাহশ এবং আয়িশার রাযি. দাসীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন তার ব্যাপারে। এদের প্রত্যেককেই জিজ্ঞেস করার পেছনে কারণ ছিল। যেমন আলি ও উসামা রাযি. খুব কাছ থেকে রাসূলের সাথে ওঠাবসা করতেন।

ইবনে হাজর রাহ. বলেন, "তিনি এ-ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসা করার পেছনে কারণ ছিল। আলী রাযি. ছোট থেকে তাঁর বাসায় বড় হয়েছেন এবং পরে ফাতিমার সাথে বিয়ের পর তাঁর পরিবারের সাথে সম্পর্ক আরও গভীর হয়েছে। উসামা রাযি.-ও নবীজির ﷺ খুব কাছ থেকে মিশতেন এবং তাঁর অন্যতম প্রিয় সাহাবী ছিলেন। এ-ছাড়াও তারা দুজনে তরুণ সাহাবী ছিলেন। তাই তারা সঠিক কথা বলার ব্যাপারেও বেশি তৎপর থাকবেন, এমনটিই স্বাভাবিক- এটি বয়স্কদের ক্ষেত্রে হয় না; কারণ, তারা কথা বলার আগে অনেক ভাবনাচিন্তা করেন এবং তারা যা জানেন না তাও
বলতে পারেন।" [ফাতহুল বারী (৪৬৯/৮)।]

নারীদের মধ্যে নবীজি ও দুজনকে জিজ্ঞেস করেছেন-নবীজির ৬ স্ত্রী যায়নাবকে এবং ঘরের খাদেমাকে-যে আয়িশাকে রাযি. অনেক ঘনিষ্ঠভাবে কাছ থেকে দেখত। তদন্ত-কাজে ব্যক্তি নির্বাচনে এবং একইসাথে আয়িশার রাযি. সম্মান অক্ষুন্ন রাখতে নবীজির পদক্ষেপ ছিল অত্যন্ত সুচিন্তিত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ।

তদন্ত-শেষে রাসূল তাঁর সিদ্ধান্তে এলেন এবং এ-ঘটনায় দোষীদের-বিশেষত আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে-শাস্তিদানের ইচ্ছা তিনি মিম্বারে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিলেন। এরপর তিনি তাঁর স্ত্রীর পক্ষ নিয়ে বললেন, "আল্লাহর কসম, আমি আমার স্ত্রীর সম্পর্কে ভালো ছাড়া খারাপ কিছু জানি না।" তিনি তাঁর স্ত্রীর নির্দোষিতার ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন, কিন্তু এ-ব্যাপারে ওহীর জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

ওহী পাঠাতে বিলম্ব করার মাধ্যমে আল্লাহ মুসলিম উম্মাহকে হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়েছেন, এরকম ভঙ্গুর মুহূর্তে আমাদের কীভাবে আগানো উচিত, যেন পারিবারিক বন্ধন ভেঙে না গিয়ে বরং অটুট থাকে।

৪। আয়িশাকে রাযি. যেভাবে তিনি সামলালেন নবীজি উত্থাপিত অভিযোগ সম্পর্কে সরাসরি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, যেন সত্য উন্মুক্ত হয়ে যায় এবং অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে।

৫। সত্য প্রকাশ পাবার পর আয়িশার রাযি. প্রতিক্রিয়া তার মা যখন তাকে বললেন, "রাসূলুল্লাহর কাছে যাও (কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর)।" তখন তিনি উত্তর দিলেন, "না। আল্লাহর কসম, আমি তাঁর নিকট যাব না এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও প্রশংসাও করব না।"

নববী রাহ. বলেন, "ইফকের ঘটনা থেকে আয়িশা রাযি.-এর পবিত্রতা কুরআন দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে এবং অধিকাংশ আলিমের ঐকমত্য অনুসারে কেউ তার পবিত্রতার ব্যাপারে সন্দেহ করলে অবিশ্বাসী ও মুরতাদ হয়ে যাবে।" [মুসলিম (১১৭/১৭) গ্রন্থের ব্যাখ্যায় নববী (রাহ)]

নবীজির ﷺ স্ত্রীদের ভরণপোষণ বাড়ানোর দাবি করার ঘটনা

নবীজি পরিবারে অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে কীভাবে কাজ করেছেন তার বিবরণ এ ঘটনায় পাওয়া যায়-

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. এ-ঘটনা বর্ণনা করেন, "আবু বাকর রাযি. এসে রাসূলুল্লাহর নিকটে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তিনি তার দরজায় অনেক লোককে বসাবস্থায় দেখলেন। তবে তাদের কাউকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়নি।" তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, "এরপর তিনি আবু বাকরকে রাযি. প্রবেশের অনুমতি প্রদান করলে তিনি প্রবেশ করলেন। এরপর উমার রাযি. এলেন এবং তিনি অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তখন তাকেও প্রবেশের অনুমতি প্রদান করা হলো। তিনি নবীজিকে চিন্তাযুক্ত ও নীরব বসে থাকতে দেখলেন। তার চারপাশে তার সহধর্মিণীগণ বসে ছিলেন।" [এটি পর্দার আয়াত নাযিলের পূর্বের ঘটনা।]

তিনি (বর্ণনাকারী জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযি.) বলেন, "উমার রাযি. বললেন, 'নিশ্চয়ই আমি নবীজির নিকটে এমন কথা বলব, যা তাকে হাসাবে।' এরপর তিনি বললেন, 'আল্লাহর রাসূল, আপনি যদি খারিজার কন্যাকে (উমরের রাযি.-এর স্ত্রী) আমার কাছে খোরপোশ (হাতখরচ) তলব করতে দেখতেন, তা হলে (তৎক্ষণাৎ) আপনি তার দিকে অগ্রসর হয়ে তার কাঁধে আঘাত করতেন। তখন রাসূলুল্লাহ হেসে উঠলেন এবং বললেন, 'আমার চারপাশে তোমরা যাদের দেখতে পাচ্ছ, তারা আমার কাছে খোরপোশ দাবি করছে।' অমনি আবু বাকর রাযি. আয়িশা রাযি.-এর দিকে ছুটলেন এবং তার ঘাড়ে আঘাত করলেন। উমারও রাযি. দাঁড়িয়ে গেলেন এবং হাফসার রাযি. দিকে অগ্রসর হয়ে তার ঘাড়ে আঘাত করলেন। তারা উভয়ে বললেন, 'তোমরা নবীজির কাছে এমন জিনিস দাবি করছ, যা তার কাছে নেই।' তখন তারা (নবীজির সহধর্মিণীগণ) বললেন, 'আল্লাহর কসম, আমরা আর কখনো রাসূলুল্লাহর কাছে এমন জিনিস চাইব না, যা তার কাছে নেই।'

এরপর এ-আয়াত নাযিল হলো-

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (٢٨) وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا

অর্থ: "হে নবীজি, আপনি আপনার সহধর্মিণীদের বলে দিন, তোমরা যদি পার্থিব জীবনের ভোগ ও বিলাসিতা কামনা কর, তা হলে এসো আমি তোমাদের ভোগবিলাসের ব্যবস্থা করে দিই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদের বিদায় করে দিই। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও পরকালকে কামনা কর, তা হলে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণা, আল্লাহ তাদের জন্য মহা প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন।" (আল কুরআন, ৩৩: ২৮-২৯)

তিনি ﷺ আয়িশাকে রাযি. দিয়ে (আয়াতের নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে) শুরু করলেন। তিনি বললেন, "আয়িশা, আমি তোমার সাথে একটি (গুরুত্বপূর্ণ) বিষয়ে আলাপ করতে চাই। তবে সে-বিষয়ে তোমার পিতামাতার সঙ্গে পরামর্শ না করে তোমার ত্বরিৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করাই আমি পছন্দ করি।" তিনি বললেন, 'আল্লাহর রাসূল, আপনার ব্যাপারে আমি কি আমার পিতামাতার কাছে পরামর্শ নিতে যাব? (এর কোনো প্রয়োজন নেই) বরং আমি আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আখিরাতকেই বেছে নিয়েছি। তবে আপনার কাছে আমার একান্ত নিবেদন, আমি যা বলেছি, সে-সম্পর্কে আপনি আপনার অন্যান্য স্ত্রীদের কারও কাছে ব্যক্ত করবেন না।'

তিনি বললেন, "তাদের যে-কেউ সে-বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি অবশ্যই তাকে বলে দেব। কারণ আল্লাহ আমাকে কঠোরতা আরোপকারী ও অত্যাচারীরূপে নয়, বরং সহজ পন্থায় (শিক্ষাদানকারী) হিসেবে প্রেরণ করেছেন।" এরপর বাকি স্ত্রীদেরও একই ব্যাপার বলা হলো এবং তারাও আয়িশার মতো একই উত্তর দিলেন।'[মুসলিম (১৪৭৮)]

এ-ঘটনা থেকে আমরা শিক্ষা পাই কীভাবে নবীজি তাঁর স্ত্রীদের সাথে সমস্যা হলে সমাধান করতেন। প্রথমেই তিনি কথা না বাড়িয়ে চুপ ছিলেন। কোনো সমস্যার শুরুতে তর্ক করা কোনো সমাধান আনে না, বরং সমস্যাকে ঘনীভূত করে। দ্বিতীয়ত, তিনি তাদেরকে দুটো সুযোগ দিলেন-হয় তারা তার সাথে থাকবে যেভাবে আছে, সেভাবে; নতুবা তারা চাইলে তাকে ছেড়ে চলে যেতে পারেন।

ইসলামী শরীয়াহ এমনটিই শেখায়-যদি স্ত্রী স্বামীর সাধ্যের অতিরিক্ত ভরণপোষণ দাবি করে, তা হলে স্বামী তাকে তার সাথে থাকার বা তাকে ছেড়ে যাওয়ার সুযোগ দিতে পারেন। আল্লাহর রাসুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তাদেরকে সতর্কতার সাথে ধীরেসুস্থে চিন্তাভাবনা করতে বলেছেন। এ-ধরনের আচরণ বর্তমানে অনেক স্বামীর আচরণের বিপরীত। তারা দেখা যায়, সমস্যায় জড়িয়ে পড়লে তালাকের হুমকি দিতে থাকে। এমনকি বলতে থাকে, 'তুমি যদি এ-ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাও, তা হলে তুমি তালাক। তুমি ফোন ধরলে তালাক। তোমার অমুক-অমুক বান্ধবীর সাথে কথা বললে তালাক।'

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, তিনি রেগে গিয়ে আঘাত করেননি, বরং আবু বাকর ও উমার রাযি. তাদের মেয়েদের আঘাত করতে গেলে তিনি বাধা দিলেন। কারণ, আঘাত দিয়ে কোনো সমস্যার সমাধান হয় না। বরং আলোচনা ও একে অপরকে বোঝানোর চেষ্টা করার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়। নিজের পরিবারে ধনাঢ্য জীবন ছেড়ে স্বামীর অসচ্ছল পরিবারে (হয়তো স্বামীর আয় কম বা সে ছাত্র বা দরিদ্র) যাওয়ার পর আর্থিক সমস্যার মোকাবেলা করতে হতে পারে। সে-ক্ষেত্রে স্ত্রীর একে তাকদীরের ফয়সালা মেনে নিয়ে সবর করতে হবে। আল্লাহ বলেন, "আমিই তাদের মধ্যে জীবিকা বণ্টন করি তাদের পার্থিব জীবনে এবং একজনকে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নীত করি, যাতে একে অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে।" (আল কুরআন, ৪৩:৩২)

স্বামীর সামর্থ্যের বাইরে গিয়ে তাকে খরচের ব্যাপারে চাপাচাপি করা উচিত নয়। এতে করে হয়তো স্ত্রীর চাপে পড়ে সে হারাম পথে পা বাড়াবে। ঘুষ বা চুরির মতো ঘৃণ্য পথে আয় বাড়াবার চেষ্টা করবে। ফলে স্বামী একসময় চাকরি থেকে বহিষ্কৃত হতে পারে বা জেলেও যেতে পারে। এর দ্বারা সে একই সাথে তার দুনিয়া ও আখিরাত উভয়টিই হারাবে। স্বামীরও মাথায় রাখা উচিত তার স্ত্রী সচ্ছল পরিবার থেকে এসেছে। তাই তার যা পছন্দ, তা পূরণ করায় হালালের মধ্যে থেকে স্বামী সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে। স্ত্রী প্রজ্ঞাবান হলে স্বামীর চেষ্টাকে অবশ্যই বুঝতে পারবে এবং স্বামীর প্রতি তার ভালোবাসা আরও বেড়ে যাবে এবং চাহিদা কম থাকবে।

নবীজির ﷺ সাথে স্ত্রীদের মজা করার ঘটনা

আয়িশা রাযি. বলেন, "রাসূলুল্লাহ ও মিষ্টান্ন দ্রব্য ও মধু পছন্দ করতেন। আসরের সালাত আদায় করে তিনি তাঁর স্ত্রীদের কাছে আসা যাওয়া করতেন এবং তাদের সাথে অন্তরঙ্গ হতেন। একবার তিনি হাফসার রাযি. ঘরে প্রবেশ করলেন এবং সাধারণভাবে যত সময় তাঁর কাছে অবস্থান করতেন, তার চেয়ে বেশি সময় তাঁর কাছে অবস্থান করলেন। আমি এর কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তখন আমাকে বলা হলো যে, তার স্বগোত্রীয় এক মহিলা এক কৌটা মধু হাদিয়া পাঠিয়েছে। এ থেকে তিনি আল্লাহর রাসূলকে কিছু পান করিয়েছেন। আমি মনে মনে বললাম, আল্লাহর কসম, আমরা অবশ্যই একটা কৌশল গ্রহণ করব।

এরপর আমি এ-ব্যাপারে সাওদার রাযি. সঙ্গে আলোচনা করলাম। আমি বললাম, 'যখন তিনি তোমার ঘরে আসবেন, তখন তিনি অবশ্যই তোমার নিকটে যাবেন। এ-সময় তুমি তাঁকে বলবে, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি মাগাফীর [*মাগাফির একপ্রকার বিশেষ দূর্গন্ধযুক্ত আঠাকে বলে।*]
খেয়েছেন? তিনি অবশ্য 'না'-ই বলবেন।' তখন তুমি বলবে, 'তা হলে এ-দুর্গন্ধ কীসের?' আর রাসূলুল্লাহর নিজের থেকে দুর্গন্ধ পাওয়াটা খুবই গুরুতর মনে করতেন। তখন তিনি বলবেন, হাফসা আমাকে মধুর শরবত পান করিয়েছে। তখন তুমি তাঁকে বলবে, তা হলে ঐ মধুর পোকা 'উরফুত' গাছের রস সংগ্রহ করেছে। আর আমিও একই কথা বলব। সাফিয়্যা, তুমিও তাঁকে এ-কথা বলবে।'

সাওদা রাযি. বললেন, 'কসম ঐ সত্তার, যিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। যখনই তিনি দরজার কাছে এলেন, তখনই আমি তোমার ভয়ে তোমার শেখানো কথাগুলো বলতে প্রস্তুত হলাম।' এরপর তিনি যখন কাছে আসলেন, তখন আমি বললাম, 'আল্লাহর রাসূল, আপনি 'মাগফীর' খেয়েছেন?' তিনি বললেন, 'না।' আমি বললাম, 'তা হলে এ-দুর্গন্ধ কীসের?' তিনি বললেন, 'হাফসা আমাকে মধুর শরবত পান করিয়েছে।' আমি বললাম, 'তা হলে এ মধুর পোকা 'উরফুত' গাছের রস সংগ্রহ করেছে।'

আয়িশা রাযি. বলেন, 'এরপর রাসূলুল্লাহ্ যখন আমার ঘরে এলেন, তখন আমিও তাঁকে তেমনি কথা বললাম। এরপর তিনি সাফিয়্যা রাযি.-এর ঘরে গেলেন, তিনিও তাঁকে তেমনি কথা বললেন। পুনরায় রাসূলুল্লাহ যখন হাফসা রাযি.-এর ঘরে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি তাঁকে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আপনাকে মধু পান করতে দেব কি?' তিনি বললেন, 'এর কোনো প্রয়োজন নেই। আমি আল্লাহর কসম করেছি, আমি এটি আর খাব না। তবে এটা কাউকে বোলো না।"

তখন আল্লাহ এই আয়াতগুলো নাযিল করলেন, "হে নবী, আল্লাহ তোমার জন্য যা হালাল করেছেন, তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি কামনায় তুমি কেন তা হারাম করছ? আর আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আল্লাহ তোমাদের জন্য নিজেদের কসমের বাধ্যবাধকতা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন, আল্লাহ তোমাদের মালিক-মনিব-রক্ষক, আর তিনি সর্বজ্ঞাতা, মহা প্রজ্ঞার অধিকারী। স্মরণ কর-যখন নবী তাঁর স্ত্রীদের কোনো একজনকে গোপনে একটি কথা বলেছিল। অতঃপর সে স্ত্রী যখন তা (অন্য একজনকে) জানিয়ে দিল, তখন আল্লাহ এ-ব্যাপারটি নবীকে জানিয়ে দিলেন। তখন নবী (তাঁর স্ত্রীর কাছে) কিছু কথার উল্লেখ করল আর কিছু কথা ছেড়ে দিল। নবী যখন তা তাঁর স্ত্রীকে জানাল, তখন সে বলল, 'আপনাকে এটা কে জানিয়ে দিল?' নবী বলল, 'আমাকে জানিয়ে দিলেন যিনি সর্বজ্ঞাতা, ওয়াকিফহাল।' যদি তোমরা উভয়ে আল্লাহর কাছে তাওবা কর (তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম)। কারণ, তোমাদের উভয়ের অন্তর বাঁকা হয়েছে, আর তোমরা যদি তার বিরুদ্ধে পরস্পরকে সাহায্য কর, তবে আল্লাহই তার অভিভাবক এবং জিবরীল ও সৎকর্মশীল মুমিনরাও। তা ছাড়া অন্যান্য ফেরেশতারাও তাঁর সাহায্যকারী। নবী যদি তোমাদের সবাইকে তালাক দিয়ে দেয়, তবে সম্ভবত তাঁর প্রতিপালক তোমাদের পরিবর্তে তাঁকে দেবেন তোমাদের চেয়ে উত্তম স্ত্রী-যারা হবে আত্মসমপর্ণকারিণী, মুমিনা, অনুগতা, তাওবাকারিণী, ইবাদাতকারিণী, রোযা পালনকারিণী-অকুমারী ও কুমারী।" (আল কুরআন, ৬৬: ১-৫) ।

[*(৬৯৭২) ও মুসলিম (১৪৭৪)। ঘটনাটি কিছু রিওয়াতে অন্যভাবেও এসেছে। সেসব রিওয়াতে এসেছে যাইনাব রাযি. এর ঘরে মধু পান করেন এবং আযিশা ও হাফসা রাযি পরামর্শ করেন।*]

স্ত্রীদের থেকে কিছু দিনের জন্য একাকী থাকার পদ্ধতির সুফল

অতিরিক্ত ভরণপোষণ দাবি করার ঘটনা এবং মধুর ঘটনার পর নবীজি ও স্ত্রীদের থেকে এক মাস দূরে ছিলেন।
ইবনে হাজর রাহ. বলেন, "এর কারণ হতে পারে, নবীজির ﷺ এ-সব ঘটনার কারণে বাধ্য হয়ে এক মাস দূরে ছিলেন। বিনয়, ধৈর্য, সহনশীলতা ছিল তাঁর স্বভাবের অংশ: কিন্তু স্ত্রীদের থেকে বারবার এমন আচরণের কারণে দূরে থাকাই তাঁর জন্য উত্তম করণীয় ছিল।"

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি উমার ইবনে খাত্তাবকে রাযি. জিজ্ঞেস করলেন, "আমীরুল মুমিনীন, যদি তোমরা উভয়ে আল্লাহর কাছে তাওবা কর (তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম)। কারণ, তোমাদের উভয়ের অন্তর বাঁকা হয়েছে"-এই আয়াতে বর্ণিত নবীজির দুই স্ত্রী কারা? তিনি বললেন, "তোমার প্রশ্নে অবাক হলাম, ইবনে আব্বাস! এ-আয়াতে বর্ণিত দুই মহিলা হলো আয়িশা এবং হাফসা।”

এরপর উমার রাযি. পুরো ঘটনা বলতে শুরু করলেন- "আমি ও আমার এক আনসারী প্রতিবেশী মদীনার অদূরে বনূ উমাইয়া ইবনু যায়দের মহল্লায় বসবাস করতাম। আমরা দু'জন পালাক্রমে নবীজির কাছে যেতাম। একদিন তিনি যেতেন, আরেকদিন আমি যেতাম; আমি যে-দিন যেতাম, সে-দিনের খবর (ওহী) ইত্যাদি বিষয় তাঁকে অবহিত করতাম। আর তিনি যে-দিন যেতেন, তিনিও অনুরূপ করতেন।

আমরা কুরাইশ গোত্রের লোকেরা মহিলাদের উপর কর্তৃত্ব করতাম। কিন্তু আমরা যখন মদীনায় আনসারদের কাছে এলাম, তখন তাদেরকে এমন পেলাম যে, নারীরা তাদের উপর কর্তৃত্ব করে। ধীরে ধীরে আমাদের মহিলারাও আনসারী মহিলাদের রীতিনীতি গ্রহণ করতে লাগল। একদিন আমি আমার স্ত্রীকে ধমক দিলাম। সে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিউত্তর করল। আর এই প্রতিউত্তর আমার পছন্দ হল না। তখন সে আমাকে বলল, 'আমার প্রতিউত্তরে আপনি অসন্তুষ্ট

হচ্ছেন কেন? আল্লাহর কসম, নবীজির স্ত্রীরাও তো তাঁর কথার প্রতিউত্তর করে থাকেন এবং তাঁর কোনো কোনো স্ত্রী রাত পর্যন্ত পুরো দিন তাঁর কাছ হতে আলাদা থাকেন।'

এ-কথা শুনে আমি ঘাবড়ে গেলাম। বললাম, 'যিনি এ-রূপ করেছেন, তিনি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।' তারপর আমি জামা-কাপড় পরে (আমার মেয়ে) হাফসার রাযি. কাছে গিয়ে বললাম, 'হাফসা, তোমাদের কেউ কেউ নাকি রাত পর্যন্ত পুরো দিন রাসূলুল্লাহকে অসন্তুষ্ট রাখে?' সে বলল, 'হ্যাঁ।' আমি বললাম, 'তবে তো সে বরবাদ এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তোমার কি ভয় হয় না যে, রাসূলুল্লাহ ও অসন্তুষ্ট হলে আল্লাহও অসন্তুষ্ট হবেন! এর ফলে তুমি বরবাদ হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহর সঙ্গে বাড়াবাড়ি কোরো না এবং তাঁর কোনো কথার প্রতিউত্তর দিয়ো না এবং তাঁর হতে আলাদা থেকো না। তোমার কোনো কিছুর দরকার হয়ে থাকলে, আমাকে বলবে। আর তোমার প্রতিবেশী তোমার চেয়ে অধিক সন্দরী এবং রাসুলুল্লাহর অধিক প্রিয়-এ যেন তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে।' তিনি উদ্দেশ্য করেছেন আয়িশাকে রাযি.।

সে-সময় আমাদের মধ্যে আলোচনা চলছিল যে, গাস্সানের লোকেরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ঘোড়া প্রস্তুত করছে। একদিন আমার সাথি তার পালার দিন নবীজির ﷺ কাছে গেলেন এবং ইশার সময় এসে আমার দরজায় খুব জোরে করাঘাত করে বললেন, 'তিনি (উমার রাযি.) কি ঘুমিয়েছেন?' তখন আমি ঘাবড়ে গিয়ে তাঁর কাছে এলাম। তিনি বললেন, 'সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেছে।' আমি বললাম, 'কী ঘটেছে? গাস্সানের লোকেরা কি এসে গেছে?' তিনি বললেন, 'না, বরং তার চেয়েও বড় ঘটনা ও বিরাট ব্যাপার! রাসূলুল্লাহ তাঁর সহধর্মিণীদের তালাক দিয়েছেন।'

উমার রাযি. বললেন, 'তা হলে তো হাফসার সর্বনাশ হয়েছে এবং সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমার ধারণা হচ্ছিল, এমন কিছু ঘটনা ঘটতে পারে। আমি জামা পরে বেরিয়ে এসে নবীজির সঙ্গে ফজরের সালাত আদায় করলাম। সালাত শেষে নবীজি * তাঁর কোঠায় প্রবেশ করে একাকী বসে থাকলেন। তখন আমি হাফসার রাযি. কাছে গিয়ে দেখি, সে কাঁদছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কাঁদছ কেন? আমি কি তোমাকে আগেই সতর্ক করিনি? রাসূলুল্লাহ কি তোমাদেরকে তালাক দিয়েছেন?' সে বলল, 'আমি জানি না। তিনি তাঁর ঘরে আছেন।' আমি বের হয়ে মিম্বরের কাছে এলাম; দেখি যে, লোকজন মিম্বরের চারপাশ জুড়ে বসে আছেন এবং কেউ কেউ কাঁদছেন। আমি তাঁদের সঙ্গে কিছুক্ষণ বসলাম। আমার আশঙ্কা বেড়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ও যে-ঘরে ছিলেন, আমি সে-ঘরে গেলাম। আমি তাঁর এক কালো গোলামকে বললাম, 'উমারের জন্য অনুমতি গ্রহণ কর।' সে প্রবেশ করে নবীজির সাথে আলাপ করে

বেরিয়ে এসে বলল, 'আমি আপনার কথা তাঁর কাছে উল্লেখ করেছি, কিন্তু তিনি নীরব রইলেন।' আমি ফিরে এলাম এবং মিম্বরের পাশে-বসা লোকদের কাছে গিয়ে বসে পড়লাম।

কিছুক্ষণ পর আমার আবার আশঙ্কা প্রবল হল। তাই আমি আবার এসে গোলামকে বললাম (উমারের জন্য অনুমতি গ্রহণ কর), এবারও সে আগের মতোই বলল। তারপর যখন আমি ফিরে আসছিলাম, গোলাম আমাকে ডেকে বলল, রাসূলুল্লাহ ও আপনাকে অনুমতি দিয়েছেন।' তখন আমি তাঁর কাছে গিয়ে দেখি, তিনি খেজুরের পাতায় তৈরি ছোবড়া-ভর্তি একটি চামড়ার বালিশে হেলান দিয়ে খালি চাটাইয়ের উপর কাত হয়ে শুয়ে আছেন। তাঁর শরীর ও চাটাই এর মাঝখানে কোন ফরাশ (বিছানা) ছিলো না। ফলে তাঁর শরীরের পার্শ্বদেশে চাটাইয়ের দাগ পড়ে গেছে।

আমি তাঁকে সালাম করলাম এবং দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কি আপনার সহধর্মিণীদেরকে তালাক দিয়েছেন?' তখন তিনি আমার দিকে চোখ তুলে তাকালেন এবং বললেন, 'না।' তারপর আমি (থমথমে ভাব কাটিয়ে) অনুকূল ভাব সৃষ্টির জন্য দাঁড়িয়ে থেকেই বললাম, 'আল্লাহর রাসূল, দেখুন, আমরা কুরাইশ গোত্রের লোকেরা নারীদের উপর কর্তৃত্ব করতাম। তারপর আমরা এমন এক সম্প্রদায়ে এলাম, যাদের উপর তাদের নারীরা কর্তৃত্ব করছে।' তিনি এ-ব্যাপারে আলোচনায় মুচকি হাসলেন। তারপর আমি বললাম, 'আপনি হয়তো লক্ষ করছেন যে, আমি হাফসার ঘরে গিয়েছি এবং তাকে বলেছি, তোমাকে এ-কথা যেন ধোঁকায় না ফেলে যে, তোমার প্রতিবেশিনী (সতীন) তোমার চেয়ে অধিক আকর্ষণীয় এবং নবীজির অধিক প্রিয়' (এ-কথা দ্বারা তিনি আয়িশাকে রাযি. বুঝিয়েছেন।)। নবীজি ﷺ আবার মুচকি হাসলেন।

তাঁকে একা দেখে আমি বসে পড়লাম। তারপর আমি তাঁর ঘরের ভিতর এদিক-সেদিক দেখলাম। কিন্তু তাঁর ঘরে তিনটি কাঁচা চামড়া ছাড়া দেখার মতো আর কিছুই পেলাম না; তখন আমি আরয করলাম, 'আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করুন, তিনি যেন আপনার উম্মাতকে পার্থিব সচ্ছলতা দান করেন। কেননা, পারস্য ও রোমের অধিবাসীদেরকে সচ্ছলতা দান করা হয়েছে এবং তাদেরকে পার্থিব অনেক প্রাচুর্য দেওয়া হয়েছে, অথচ তারা আল্লাহর ইবাদত করে না।' তিনি তখন হেলান দিয়ে ছিলেন। তিনি বললেন, 'ইবনে খাত্তাব, তোমার কি এতে সন্দেহ রয়েছে যে, তারা তো এমন এক জাতি, যাদেরকে তাদের ভালো কাজের প্রতিদান দুনিয়ার জীবনেই দিয়ে দেওয়া হয়েছে!' আমি আরয করলাম, 'আল্লাহর রাসূল, আমার জন্য ক্ষমার দুআ করুন।' হাফসা রাযি. আয়িশার রাযি.-এর কাছে এ-কথা প্রকাশ

করার কারণেই নবীজি সহধর্মিণীদের হতে আলাদা হয়েছিলেন। রাসূল এক মাস তাদের কাছে না যাওয়ার শপথ করেছিলেন। আল্লাহ তাঁকে এ থেকে বিরত হতে বলার পর তিনি শেষে এ-শপথ থেকে ফিরে এলেন।”[বুখারী (২৪৬৮) ও মুসলিম (১৪৭৯)]

আনাস ইবনে মালিক রাযি. বলেন, "রাসূলুল্লাহ এ তাঁর স্ত্রীদের ব্যাপারে শপথ (ইলা) নিলেন এবং উনত্রিশ দিন তাদের থেকে দূরে এক ঘরে থাকলেন। তারপর তাঁর স্ত্রীদের কাছে ফিরে গেলেন। কেউ একজন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আল্লাহর রাসূল * আপনি এক মাসের শপথ নিয়েছিলেন।' তিনি জবাব দিলেন, "এক মাস ঊনত্রিশ দিনেও হয়ে থাকে।" [বুখারী (১৯১১)]

স্ত্রীকে ছেড়ে পৃথক থাকা স্ত্রীর জন্য বেশ বড় মানসিক শাস্তি। তবে এ-পৃথক থাকার বিভিন্ন পর্যায় থাকে। এটি হতে পারে, একই বিছানায় দুজনেই ঘুমাচ্ছে, কিন্তু স্বামী শারীরিক মিলন থেকে দূরে থাকছে, যা স্ত্রীর জন্য কষ্টকর; আবার হতে পারে, স্বামী বাড়ি ছেড়েই আলাদা থাকছে।

উপরোক্ত হাদীসের কিছু শিক্ষণীয় দিক-

স্ত্রীর সাথে প্রত্যেকের ধৈর্য ধারণ করা উচিত। আল্লাহর অধিকার সম্পর্কিত কোনো বিষয় না হলে সে-ক্ষেত্রে তাদের কথার রূঢ়তা বা আচরণের ভুল ক্ষমা করা উচিত।

নারীদের অত্যধিক চাপে রাখা নিন্দনীয় বিষয়। নবীজি স্ত্রীদের জন্য নিজের গোত্রের আচরণ ত্যাগ করে আনসারদের আচরণকে মেনে নিয়েছিলেন।

কোনো ব্যক্তি তার বন্ধুকে মানসিক অশান্তিতে পেলে তার মন ভালো করতে চেষ্টা করা উচিত। যেমন উমার রাযি. রাসূলের ক্ষেত্রে বলেছিলেন, "আমি এমন কিছু বলব, যা শুনে নবীজি হাসবেন।" [ফাতহুল বারী (৯/২৯১)।]

উপসংহার

নবীজি ﷺ এবং তাঁর স্ত্রীগণ পরিবারে একে অপরের সাথে সর্বোত্তম আচরণ বজায় রাখতেন। পরিবারে তাদের সবার আচরণ এবং নৈতিকতা উম্মাহর জন্য অনুসরণীয় আদর্শ। নবীজি সব সময় চেষ্টা করতেন তাঁর প্রতিটি ভূমিকায় ন্যায়ানুগ আচরণ করার। এমনকি পারিবারিক জটিলতার মুহূর্তগুলোতেও তিনি যথাযথভাবে একজন আদর্শ স্বামীর ভূমিকা পালন করেছেন।

প্রতিটি মুসলিমের উচিত রাসূলকে অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা। স্ত্রীর সাথে কথা বলায় ও আচরণে ধৈর্য, শ্রদ্ধা, সম্মান, ভালোবাসা ও সহনশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে তাঁকে অনুসরণ করা। এ-ক্ষেত্রে আমাদের সফলতা বা ব্যর্থতা আমাদের আখলাক ও ঈমানের প্রকৃত অবস্থাকেই তুলে ধরবে।